শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

ভক্তিতত্ত্বসার।

হাটপত্তন।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ-সার। হরিনাম-সংকীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥ কলি ঘোর পাপাচ্ছন্ন অন্ধকার-ময়। পূর্ণশশধর ভেল চৈতন্য তাহায়॥ শচী-গর্ভসিন্ধু মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ। পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ॥ ভকত চকোর তায় মধুপান কৈল। অমিয়া মথিয়া তাহা বিস্তার করিল॥ পূর্ণ-কুম্ভ নিত্যানন্দ অবধৌত রায়। ইচ্ছা ভরি পান কৈলা অদ্বৈত তাহায়॥ ঢালিয়া ঢালিয়া খায় আর যত জন। প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ পতিত-পাবন॥

প্রেমের সমুদ্রে ভেল চৈতন্য গোসাঞিও। নদী নালা সব আসি হৈলা এক ঠাঁই॥ পরিপূর্ণ হঞা বহে প্রেমামৃতধারা। হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকা পারা॥ সংকীর্ত্তন ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল। ভকত মকর তাহে ডুবিঞা রহিল॥ তৃণরূপী ভাসে যত পাষণ্ডীরগণে। ফাঁফরে পড়িঞা তারা ভাবে মনে মনে॥ হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল। দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল॥ প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে। কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে॥ চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন। হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন। ঘাটের উপরে হাট খানা বসাইল। পাষণ্ড-দলন নাম নিশান গাড়িল॥ চারি দিকে চারি রস কুঠরি পূরিয়া। হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া॥ চৌকীদার হরিদাস ফুকারে ঘনে ঘন। হাট করি বেচে কিনে যার যেই মন॥ হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ। মুচ্ছদ্দি হইলা তাহে মুরারিমুকুন্দ॥ চৈতন্য ভাণ্ডারি আর পণ্ডিত গদাই। অদ্বৈত মুন্সি ভেল দামোদর পরখাই॥ প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি। চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী॥ ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হঞা ফিরেন গর্জ্জিয়া॥ আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলি করিয়া। হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হঞা॥ দাঁড়ী ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত

ঙ্কুর। তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত দূর ॥ শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন দুইজন। এই মত প্রেম-সিন্ধু হাটের পত্তন ॥ সংকীর্ত্তনরূপ মদ হাটে বিকাইল। রাজ-আজ্ঞামতে বংশী আদি পান কৈল ॥ পান করি মত্ত সবে হইল বিভোল। নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল ॥ দীন হীন দুরাচার কিছু নাহি মানে। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিলা জনে জনে ॥ এইমত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া। নীলাচলে বাস কৈলা সন্ন্যাস করিয়া ॥ তাঁহা যাঞা কৈল প্রভু প্রতাপ প্রচুর। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চূর ॥ প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল গৌরহরি। রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী ॥ হাট করি লেখা জোখা তুমার করিয়া। রামানন্দ-কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার পূরিয়া ॥ সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিলা। ভাণ্ডার স্মঙরি রূপ মোহর করিলা ॥ মোহর লইয়া রূপ করিল গমন। প্রভু পাঠাইল তাঁহারে শ্রীবৃন্দাবন ॥ তাঁহা যাঞা কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন। কারিগর আইল যত স্বরূপেরগণ ॥ কারিগর হঞা রূপ অলঙ্কার কৈল। ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল ॥ সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরখিয়া। গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া ॥ পাঁজা করি শ্রীরূপ গোসাঞি যবে থুইলা। শ্রীজীব গোসাঞি তাহা গড়ন গড়িলা ॥ থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল। সদাগর হঞা

কেহ বেতন লইল ॥ নরোত্তম দাস আর শ্রীশ্রীনি
বাস। অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ ॥ এই স।
রস দেখি সর্ব্বশাস্ত্র কয়। লোক অনুসারে মিলে
রূপের কৃপায় ॥ শ্রীগুরু কৃপায় ইহা মিলিবে
সর্ব্বথা। সংক্ষেপে কহিব কিছু এই সব কথা ॥
প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ। প্রেমা-
ধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব লীলারঙ্গ ॥ প্রেমের সাগরে
হংস শ্রীরূপ হইল। ক্ষীর নীর রত্ন মণি পৃথক
করিল ॥ মুঞিও অতি ক্ষুদ্র জীব অতি মন্দ ছার।
কি জানি চৈতন্যলীলা সমুদ্র পাথার ॥ শ্রীগুরু-
বৈষ্ণব-পদ হৃদয়েতে ধরি। চৈতন্যের হাটে নিত্য
ঝাড়ুগিরি করি ॥ করুণাসাগর মোর গৌর নিত্যা-
নন্দ। দাস নরোত্তম কহে হাটের প্রবন্ধ ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীগুরুপাদাশ্রয়-বন্দনা।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥
বন্দে আচার্য্যমদ্বৈতং ভক্তাবতারমীশ্বরম্।
যস্য জ্ঞাত্বা মনোবৃত্তিং চৈতন্যোবতরদ্ভুবি ॥
গদাধরমহং বন্দে সহ শ্রীবাস পণ্ডিতম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রেমপাত্রৌ ভক্তশক্ত্যবতারিকৌ ॥

আশ্রয় করিয়া বন্দ শ্রীগুরুচরণ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ধ্রু॥

জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি। ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥ মহিমায় গুরুকৃষ্ণ এক করি জান। গুরু আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান॥ সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস। অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস॥ যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন। কোন বিঘ্নে সেহ নাহি হয় অবসন্ন॥ কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে। গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥ গুরুমাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি। গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি॥ গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন। গুরুনিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥ গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে। যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না যাইবে॥ গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন। তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥ গুরুপাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি। জগত তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি॥ হেন গুরুপাদপদ্ম করহ বন্দনা। যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা॥ গুরুপাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন। শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ॥ শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদে করি আশ। শ্রীগুরুবন্দনা করে সনাতন দাস॥ ১॥

বৈষ্ণব-শরণ।

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবেরগণ। প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ॥ নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুগণ। ভূমিতে পড়িয়া বন্দ সবার চরণ॥ নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত। সবার চরণ বন্দ হঞা অনুরক্ত॥ মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি। সবার চরণ বন্দ করিয়া প্রণতি॥ যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গেরগণ। ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দ সবার চরণ॥ হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস। সবার চরণ বন্দ দন্তে করি ঘাস॥ ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে। এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥ মহাপ্রভুগণ সব পতিতপাবন। তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ॥ বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি। তমোবুদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥ তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস। দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস॥ সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে। জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেম-ধন লুটে॥ মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়। দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়॥ ১॥

নাম-সংকীর্ত্তন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় জয় শচীসুত

গৌরাঙ্গসুন্দর। জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥ জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি। যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য নিতাই॥ জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর। গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম পণ্ডিত প্রবর॥ শ্রীবংশীবদন জয় গৌরপ্রিয়োত্তম। শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ভক্তগণ॥ সবাকার পদরেণু শিরে রহু মোর। যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর॥ জয় জয় গুরু গোসাঞি শরণ তোঁহার। যাঁহার কৃপাতে তরি এ ভব সংসার॥ জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপ গোসাঞিং। প্রভুর নিকটে যাঁর অত্যন্ত বড়াই॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥ এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥ এই ছয় গোসাঞির হই মুঞি দাস। তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥ জয় জয় নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ। মো পাপীরে কৃপা করি কর আত্মসাথ॥ জয় শ্রীগোপাল দেব ভকত বৎসল। নবঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥ জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর। পুরী গোসাঞি লাগি যাঁর নাম ক্ষীর চোর॥ জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন। জয় জয় শ্রীরাসমণ্ডল সর্ব্বোত্তম॥ শ্রীরসনাগরী জয় জয় নন্দ ...... শ্রীমদনগোপাল॥ জয় জয়

বংশীবট জয় শ্রীপুলীনা। জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা॥ জয়রে দ্বাদশ বন কৃষ্ণলীলা স্থান। তাল বন খাজুর বন ভাণ্ডীর বন নাম॥ জয় জয় বেল বন খদির বহুলা। জয় জয় কুমদ্ কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা॥ জয় জয় নিভৃত নিকুঞ্জ রম্যস্থান। জয় জয় শ্রী-বনাদি ভদ্রবন নাম॥ জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতা কুণ্ড। জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপে প্রচণ্ড॥ জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন। জয় জয় দানঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥ জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম। যথায় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান॥ জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর। জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন সরোবর॥ জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম॥ জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান। যাহাঁ মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম॥ জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন। যাহাঁ রাসলীলা কৈলা রোহিণীনন্দন॥ জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষয় বট। জয় জয় চিরঘাট যমুনা নিকট॥ জয় জয় বৃষভানু অভিমন্যু জয়। কৃষ্ণপ্রাণতুল্য শ্রীদামাদি জয় জয়॥ জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া। রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া॥ জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী। কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য আনন্দরূপিণী॥ জয় জয় ললিতাদি সর্ব্বসখীগণ। যাঁ সবার প্রেমাধীন শ্রীনন্দ-নন্দন॥ জয় জয় বৃন্দাবন কৃষ্ণপ্রিয়তম। রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈলা অতি মনোরম॥ জয় জয় ব্রজগোপ

শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ। জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠা গোপী মাঝ॥ জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন। বেদ অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন॥ জয় জয় রত্নবেদী রত্নসিংহাসন। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ॥ শুন শুন ওরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা। ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা করহ ভাবনা॥ এই সব রসলীলা যে করে স্মরণ। শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ॥ আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। নাম-সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥ ১॥

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন॥ শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন। কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন॥ কেশী ঘাট বংশীবট দ্বাদশ কানন। যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন॥ শ্রীনন্দ যশোদা জয় জয় গোপগণ। শ্রীদামাদি জয় জয় ধেনু বৎস ধন॥ জয় বৃষভানু জয় কৃত্তিকাসুন্দরী। জয় পৌর্ণমাসী জয় আভীর নাগরী॥ জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন মাঝ। জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ॥ জয় রামঘাট জয় রোহিণীনন্দন। জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন॥ জয় দ্বিজপত্নী জয় নাগকন্যাগণ। ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দ-চরণ॥ শ্রীরাসমণ্ডল জয় জয় রাধাশ্যাম। জয় জয় রাসলীলা সর্ব্বমনোরম॥ জয় জয়োজ্জ্বল রস সর্ব্ব রসসার। পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে

প্রচার ॥ শ্রীজাহ্নবী পাদপদ্ম করিয়া শরণ। দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম সংকীর্ত্তন ॥ ২ ॥

ধাওল নদীয়া লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। আনন্দে আকুল চিত্ত না পারে চলিতে ॥ চির-দিনের গোরাচাঁদ-বদন হেরিয়া। দুঃখিত চকোর আঁখি রহল মাতিয়া ॥ হেরিয়া ভকতগণ আনন্দে বিভোর। জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে ক্রোড় ॥ মরণ শরীর যেন পাইল পরাণ। গৌরাঙ্গ নদীয়া-পুরে বাসুঘোষ গান ॥ ১ ॥

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ। বার বার এইবার লহ নিজ সাথ ॥ বহু যোনি ভ্রমি নাথ লইনু শরণ। নিজ গুণে কৃপা কর অধম তারণ ॥ জগত তারণ তুমি জগত-জীবন। তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ ॥ ভুবন মঙ্গল তুমি ভুবনের পতি। তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি ॥ ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে। তোমা বিনা কেহ নাই এ দাসে উদ্ধারে ॥ ২ ॥

শ্রীহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা। হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥ শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ এই ছয় গোসাঞের করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥ এই ছয় গোসাঞি যার মুই তার দাস। জনমে জনমে

হয় এই অভিলাষ ॥ এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈল বাস। রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥ আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন ॥ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। নাম-সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥ ৩ ॥

চতুর্দ্দশ স্বরাবলী।

অ, অশেষ গুণের নিধি গৌরাঙ্গসুন্দর। আ, আনন্দে বিভোর সদা নদীয়া নাগর ॥ ই, ইন্দু জিনি বদনের শোভা মনোহর। ঈ, ঈশ্বর ব্রহ্মাদি যাঁরে ভাবে নিরন্তর ॥ উ, উদ্ধারিলা জগজনে দিয়ে নাম ধন। ঊ, ঊন পাপী তাপী নাহি কৈলা বিচারণ ॥ ঋ, ঋণ শোধিবারে প্রভু শ্রীমতীরাধার। ৠ, ৠতি মত নদীয়ায় হৈলা অবতার ॥ ঌ, লিপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-তনু শ্রীহরি-চন্দনে। ৡ, লীলাবতী নারী হেরে হয় অচেতনে ॥ এ, এমন দয়াল প্রভু নাহি হবে আর। ঐ, ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি করিল প্রচার ॥ ও, ওড্র-দেশ যাঞা প্রভু বহু লীলা কৈল। ঔ, ঔদার্য্য গুণেতে সার্ব্বভৌমে নিস্তারিল ॥ চতুর্দ্দশ স্বরাবলী যে করে কীর্ত্তন। অচিরে লভয়ে সেই গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ শ্রীজাহ্নবী রামচন্দ্র-পাদ করি আশ। চতুর্দ্দশ স্বরাবলী গায় প্রেমদাস ॥ ৪ ॥

চৌত্রিশ পদাবলী।

ক, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অবতার। খ, খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল ॥ গ, গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে। ঘ, ঘরে ঘরে হরি নাম দেন সর্ব্বজনে ॥ ঙ, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া। চ, চেতন করায় জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া ॥ ছ, ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে। জ, জগত পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে ॥ ঝ, ঝল ঝল মুখ যাঁর পূর্ণশশধর। ঞ, এমত ত দেখি নাই দয়ার সাগর ॥ ট, টল মল করে অঙ্গ ভাবেতে বিভোল। ঠ, ঠমকে ঠমকে যায় বলে হরিবোল ॥ ড, ডোর-হি কৌপীন ক্ষীণ কটির উপরে। ঢ, ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে ॥ ণ, আন পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে। ত, তান মান গান রসে মজাইয়া মনে ॥ থ, স্থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল। দ, দীন হীন জনেরে ধরিয়া দেন কোল ॥ ধ, ধেয়াইয়া পূরব পিরীত পরসঙ্গ। ন, না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ ॥ প, প্রেমরসে ভাসাইলা অখিল সংসার। ফ, ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধনী ধার ॥ ব, ব্রহ্মা মহেশ্বর যাঁরে করে অন্বেষণ। ভ, ভাবিয়া না পান যাঁরে সহস্রবদন ॥ ম, মত্ত মাতঙ্গগতি মধুর মন্দহাস। য, যশোমতী মাতা যাঁর ভুবন প্রকাশ ॥ র, রতিপতি জিনি রূপ অতি মনোরম। ল, লীলা

লাবণ্য যাঁর অতি অনুপম ॥ ব, বসুদেব-সুত সেই শ্রীনন্দনন্দন। শ, শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্বজন ॥ ষ, ষড়্ভুজ রূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়। স, সবাকার প্রাণধন গোরা রসময় ॥ হ, হরি হরি বল ভাই কর মহাযজ্ঞ। ক্ষ, ক্ষিতিতলে জন্মি কেহ না হও অবিজ্ঞ ॥ এ চৌত্রিশ পদাবলী যে করে কীর্ত্তন। দাস নরোত্তম মাগে তাহার চরণ ॥ ২ ॥

ভজনাবলী।

কর মন গোরাপদ সার। ভাবিয়া দেখহ মন সকলি অসার ॥ ধন পুত্র পরিবার সব মায়া রঙ্গ। কি সুখ লাগিয়া বল কর তার সঙ্গ ॥ সব ছাড়ি গৌরহরি নামে কর মতি। মহাসুখ পাবে যাবে সকল বিপত্তি ॥ কর্ম্মী জ্ঞানী সঙ্গ ছাড়ি সাধুসঙ্গে থাক। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সদা গৌর বলে ডাক ॥ সাধুসঙ্গে নিত্য কর গৌরলীলা গান। তাঁর পদদ্বয় হৃদে সদা কর ধ্যান ॥ গোরাপদ ছাড়ি আন পদ নাহি ভজ। নৈষ্ঠিক হইঞা মন গোরাপ্রেমে মজ ॥ যেই গোরা সেই কৃষ্ণ দৃঢ় করি জান। এই সে পরম তত্ত্ব ইথে নাহি আন ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম করিয়া শরণ। গৌরাঙ্গ ভজন কহে এ বংশীবদন ॥ ১ ॥

ভজ মন নন্দকুমার। ভাবিয়া দেখহ মন গতি নাহি আর ॥ ধন জন পুত্র কন্যা কেবা আপনার। অতএব কর মন হরিনাম সার ॥ কুসঙ্গ ছাড়িয়া সদা

সাধুসঙ্গে থাক। পরম নিপুণ হঞা নাথ বলি ডাক॥ তাঁর নামলীলা-গানে সদা হও মত্ত। সে চরণ ধন পাবে হইবে কৃতার্থ॥ কহে আত্মারাম মন কি বলিব তোরে। সংসার-যাতনা আর নাহি দিও মোরে॥২॥

রাধাকৃষ্ণ-পদ মন ভজ অনিবার। জীবনে মরণে গতি কেহ নাহি আর॥ কর্ম্মজ্ঞান যোগ তপ দূরে পরিহরি। নৈষ্ঠিক হইয়া ভজ কিশোর কিশোরী॥ সখী পদাশ্রয় হঞা সেব রাধাকৃষ্ণ। রাস রসাস্বাদে সদা হইবে সতৃষ্ণ॥ অন্যের পরশ নাহি কর কদাচন। রহিবে রসিক সঙ্গে সদা সর্ব্বক্ষণ॥ এই তত্ত্ব মন তুমি জান সারাৎসার। ইহা ছাড়া যত দেখ সকলি অসার॥ অনঙ্গমঞ্জরী-পদ করিয়া শরণ। ভজন উদ্দেশে গায় চৈতন্যনন্দন॥ ৩॥

বৈষ্ণব-বন্দনা।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ কৃপাময়ৌ।
সর্ব্বাবতার সংভক্তৌ সর্ব্বভক্তজনাশ্রয়ৌ॥
গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈস্তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমোনমঃ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ, শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং স জীবম্। সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন

সহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং, রাধাকৃষ্ণপাদান্ সহ-
গণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

আহীর রাগ।

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগত বাঁধিল গোরা পাতি প্রেমফাঁদ ॥ ধ্রু ॥

মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে। নিবেদন করি গুরু বৈষ্ণবচরণে ॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নিত্যানন্দ অবতারে। যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে ॥ বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি। মুঞি কোন হঙ নীচ শিশু অল্পমতি ॥ জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা। তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব-বন্দনা ॥ যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে। ক্রম ভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে ॥ বন্দ শচী জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর। যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর ॥ বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য। চৈতন্য অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য ॥ বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পতিত-পাবন অবতার ধন্য ধন্য ॥ বন্দ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া। গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি বন্দনা করিয়া ॥ বন্দ পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত। যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত ॥ দয়ার ঠাকুর বন্দ শ্রীনিত্যানন্দ। যাঁহা হৈতে নাট গীত সবার আনন্দ ॥ বসুধা জাহ্নবী বন্দ দুই

ঠাকুরাণী। যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥ বীরভদ্র গোসাঞি বন্দিব সাবধানে। সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে॥ জাহ্নবীর প্রিয় বন্দ রামাই গোসাঞি। যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই॥ যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই। জাহ্নবী মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥ শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দিব যতনে। অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে॥ গোসাঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দিব সাদরে। জীব উদ্ধারিতে যিহঁ বহু গুণ ধরে॥ গোসাঞি শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দ একমনে। যাঁহার অশেষগুণ জগতে বাখানে॥ নিত্যানন্দ সুতা বন্দ গঙ্গা ঠাকুরাণী। ভুবন ভরিঞা যাঁর সুযশ বাখানি॥ দয়ার ঠাকুর বন্দ যতেক বৈষ্ণব। যাঁদের কৃপায় পাই শ্রীরাধা-মাধব॥

ভাটিয়ারি রাগ।

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসিশিরোমণি।
এমন সুন্দর নাম কভু নাহি শুনি॥ ধ্রু॥

সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। বিষ্ণুভক্তি পথে যে প্রথমে অবতরী॥ আচার্য্য গোসাঞি বন্দ অদ্বৈত ঈশ্বর। যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন ভিতর॥ সীতাঠাকুরাণী বন্দ হঞা একমন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দ তাঁহার নন্দন॥ বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকু

পণ্ডিত। নারদ খেয়াতি যাঁর ভুবন পূজিত॥ ভক্তি করি বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী। শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী॥ শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে। আলবাটী প্রভু যাঁরে কহিলা আপনে॥ হরিদাস ঠাকুর বন্দ জগত প্রধান। দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়ায় হরিনাম॥ গোপীনাথ ঠাকুর বন্দ জগত বিখ্যাত। প্রভুর স্তুতিপাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত॥ বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত। পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত॥ শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দ চন্দ্র সুশীতল। আচার্য্য রত্ন যাঁর খ্যাতি নিরমল॥ গোবিন্দ গরুড় বন্দ মহিমা অপার। গৌরপদে ভক্তি দ্বারে যাঁর অধিকার॥ বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত। গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব॥ বাসুদেব দত্ত বন্দ বড় শুদ্ধভাবে। উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥ বন্দ মহা নিরীহ পণ্ডিত দামোদর। পীতাম্বর বন্দ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর॥ বন্দ শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ। বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন॥ বন্দ মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর। প্রভুর ভবিষ্য যেঁহ কহিলা সত্বর॥ শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দ গুপ্ত নারায়ণ। বন্দ গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন॥ বন্দ সদাশিব আর ভুগর্ভ শ্রীনিধি। বুদ্ধিমন্ত খান বন্দ আর বিদ্যা-নিধি॥ বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর। প্রভু যাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তিবর॥ নন্দন আচার্য্য বন্দ লেখক বিজয়। বন্দ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়॥ বন্দ

খোলাবেচা খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর। প্রভু সঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক কোন্দল॥ বন্দ ভীক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে। প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥ হলায়ুধ ঠাকুর বন্দ করিয়া আদর। বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর॥ বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি। শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি॥ বন্দ জগদীশ আর শ্রীমান সঞ্জয়। গরুড় কাশীশ্বর বন্দ করিয়া বিনয়॥ বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ। শ্রীরায় মুকুন্দ বন্দ করিয়া আনন্দ॥ বল্লভ আচার্য্য বন্দ জগজনে জানি। যাঁর কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥ সনাতন মিশ্র বন্দ আনন্দিত হৈয়া। যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া॥ আচার্য্য বনমালী বন্দ দ্বিজ কাশীনাথ। প্রভুর বিবাহে যিঁহ ঘটক সাক্ষাৎ॥ প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন। তাঁ সবার পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ॥

সুই রাগ।

ভাল অবতার শ্রীচৈতন্য অবতার।
এমন করুণাসিন্ধু প্রভু নাহি আর॥ ধ্রু॥

গোসাঞিও ঈশ্বরপুরী বন্দ সাবধানে। লোকশিক্ষা-দীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁর স্থানে॥ কেশব ভারতী বন্দ সান্দীপনী মুনি। প্রভু যাঁরে ন্যাসি গুরু করিলা আপনি॥ বন্দিব শ্রীরামচন্দ্রপুরীর চরণ।

প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরামেরগণ ।। পরমানন্দপুরী বন্দ উদ্ধব স্বভাব। দামোদর পুরী বন্দ সত্যভামার ভাব ।। নরসিংহ তীর্থ বন্দ পুরী সুখানন্দ। শ্রী-গোবিন্দপুরী বন্দ পুরী ব্রহ্মানন্দ ।। নৃসিংহপুরী বন্দ সত্যানন্দ ভারতী। বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি ।। বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দ করিয়া যতন। বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন ।। ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ বন্দ বড় ভক্তি করি। কৃষ্ণানন্দপুরী বন্দ শ্রীরাঘবপুরী ।। বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দ বিশ্ব পরকাশ। মহাপ্রভুপাদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস ।। শ্রীকেশবপুরী বন্দ অনুভবানন্দ। বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ ।। শ্রীবংশীবদন বন্দ যুড়ি দুই কর। যাঁরে বংশী অবতার কৈলা গদা-ধর ।। গৌরাঙ্গের প্রাণ সম শ্রীবংশীবদন। যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্য-চরণ ।। বন্দ রূপ সনাতন দুই মহাশয়। বৃন্দাবন ভূমি দুঁহে করিলা নির্ণয় ।। শ্রীজীব গোসাঞি বন্দ সবার সম্মত। সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিলা ভক্তিতত্ত্ব ।। রঘুনাথদাস বন্দ রাধাকুণ্ডবাসী। রাঘব গোসাঞি বন্দ গোবর্দ্ধন বিলাসী ।। বন্দিব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবন মাঝে। সনাতন রূপ সঙ্গে সতত বিরাজে ।। রঘুনাথ ভট্ট বন্দ প্রভুর আজ্ঞাতে। বৃন্দাবন অধ্যাপক শ্রীশ্রী-ভাগবতে ।। কাশীশ্বর গোসাঞি বন্দ হঞা এক মতি। মথুরামণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি ।। শুদ্ধ সরস্বতী বন্দ বড় শুদ্ধমতি। প্রভুর চরণে যাঁর

বিশুদ্ধ ভকতি ॥ প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দিব যতনে। যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে ॥ লোকনাথ গোসাঞি বন্দ ভুগর্ভঠাকুর। দীন হীন লাগি যাঁর করুণা প্রচার ॥ জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দ সাক্ষাৎ সরস্বতী। প্রভুরপদেতে যার সুদৃঢ়ভকতি ॥ মহা অনুভব বন্দ পণ্ডিত রাঘব। পাণিহাটী গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব ॥ পুরন্দর পণ্ডিত বন্দ অঙ্গদ বিক্রম। সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ ॥ কাশীমিশ্র বন্দ প্রভু যাহার আশ্রমে। বাণীনাথ পট্ট নায়ক বন্দিব সম্ভ্রমে ॥ রায় রামানন্দ বন্দ বড় অধি-কারী। প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি ॥ বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দ দিব্যশরীর। অভ্যন্তরে কৃষ্ণ-তেজ গৌরাঙ্গ বাহির ॥ বন্দিব সুগ্রীবমিশ্র শ্রী-গোবিন্দানন্দ। প্রভু লাগি মানসিক যার সেতুবন্ধ ॥ সংভ্রমে বন্দিব আর গদাধর দাস। বৃন্দাবনে অতি-শয় যাঁহার প্রকাশ ॥ সদাশিব কবিরাজ বন্দ এক-মনে। সকল বৈষ্ণব বশ যাঁর প্রেমগুণে ॥ প্রেম-ময় তনু বন্দ সেন শিবানন্দ। জাতি প্রাণ ধন যাঁর গৌরাপদ দ্বন্দ্ব ॥ বন্দিব মুকুন্দদত্ত ভাবে শুদ্ধচিত্ত। ময়ূরের পাখা দেখি হইলা মূর্চ্ছিত ॥ প্রেমের আলয় বন্দ নরহরি দাস। নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ বিলাস ॥ মধুর চরিত্র বন্দ শ্রীরঘুনন্দন। আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবন মোহন ॥ সকল মহান্ত প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন। নিতাই দিলেন যাঁরে সুমাল্য চন্দন ॥

প্রেম-সুখময় বন্দ কানাই ঠাকুর। মহাপ্রভুর দয়া যাঁরে করিল প্রচুর ॥ রঘুনাথ দাস বন্দ প্রেমসুধা-ময়। যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয় ॥ আচার্য্য পুরন্দর বন্দ পণ্ডিত দেবানন্দ। গৌরপ্রেমময় বন্দ শ্রীআচার্য্যচন্দ্র ॥ আকাই হাটের বন্দ কৃষ্ণদাস ঠাকুর। পরমানন্দ পণ্ডিত বন্দ সতীর্থ প্রভুর ॥ গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর বন্দ সাবধানে। যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে ॥ বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতি স্থান। প্রভু যাঁরে করিলা অভ্যঙ্গ স্বর দান ॥ শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে। গৌরগুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে ॥ ঠাকুর শ্রীরামদাস বন্দিব সাদরে। শোল শাঙ্গের কাষ্ঠ যেহোঁ বংশী করি ধরে ॥ সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে। ফুটাল কদম্বফুল জাম্বিরের গাছে ॥ অভিরাম ঠাকুর বন্দ করিয়া যতন। যাঁহার অদ্ভুত ভাব না যায় কথন ॥ পরমেশ্বরীদাস ঠাকুর বন্দ সাবধানে। শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন স্থানে ॥ ইষ্টদেব বন্দ শ্রীপুরুষোত্তম নাম। কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপম ॥ সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে। আপনার সহজ করুণাশক্তি বলে ॥ সপ্তম বৎসরে যাঁর কৃষ্ণ উনমাদ। ভুবন-মোহন নৃত্য শাকতি অগাধ ॥ গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া। নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া ॥ গদা-ধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ। যাঁহার প্রকাশ

দেখি প্রভুর সন্তোষ ॥ যাঁর অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজলে। অভিষেক সর্ব্বজ্ঞাতা হন শিশুকালে ॥ করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁর কাণে। পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সভা বিদ্যমানে ॥ যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল। মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর ॥ কালা কৃষ্ণদাস বন্দ বড় ভক্তি করি। দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজধারী ॥ কমলাকর পীপ্লাই বন্দ ভাব বিলাসী। যে প্রভুরে বলিল লহ বেত্র দেহ বাঁশী ॥ রত্নাকরসুত বন্দ শ্রীপুরুষোত্তম। নদীয়া বসতি যাঁর দিব্য তেজোধাম। উদ্ধারণ দত্ত বন্দ হঞা সাবহিত। নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইল সর্ব্বতীর্থ ॥ গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দ প্রভুর আজ্ঞাকারী। আচার্য্য গোসাঞে নিল উৎকল নগরী ॥ পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দ বিলাসী সুজন। প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য গোসাঞির স্থান ॥ বন্দিব সারঙ্গদাস হঞা একমনে। শ্রীমকরধ্বজ বন্দ প্রভুর গায়নে ॥ রুদ্রারি কবিরাজ বন্দ ভাগবতাচার্য্য। শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দ অনন্ত আচার্য্য ॥ গোবিন্দ আচার্য্য বন্দ সর্ব্বগুণশালী। যে করিল রাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী ॥ সার্ব্বভৌম বন্দ বৃহস্পতির চরিত্র। প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব ॥ বন্দিব প্রতাপ রুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি। প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্ভুজ আকৃতি ॥ দ্বিজ রঘুনাথ বন্দ উড়িয়া বিপ্রদাস। অভিন্ন অচ্যুত বন্দ আচার্য্য শ্যামদাস ॥ দ্বিজ হরিদাস বন্দ বৈদ্য

বিষ্ণুদাস। যাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস ।। কানাই খুটিয়া বন্দ বিশ্ব পরচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর ।। বন্দ উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়। জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয় ।। জগন্নাথ দাস বন্দ সঙ্গীত পণ্ডিত। যাঁর গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত ।। বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর। বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর ।। বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র মিশ্র শ্রী-শ্রীনাথ। তুলসী মিশ্র বন্দ মাহিতী কাশীনাথ ।। শ্রীহরি ভট্ট বন্দ মাহিতী বলরাম। বন্দ পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম ।। বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে। যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে ।। বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী। শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দ বড় ভক্তি করি ।। শ্রীকর পণ্ডিত বন্দ দ্বিজ রামচন্দ্র। সর্ব্বসুখময় বন্দ যদু কবিচন্দ্র ।। বিলাসী বৈরাগী বন্দ পণ্ডিত ধনঞ্জয়। সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয় ।। জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দ আশ্চর্য্য লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত বন্দ বড় শুদ্ধমন ।। সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দ বিদিত সংসার। বসুধা জাহ্নবী বন্দ দুই কন্যা যাঁর ।। মুরারি চৈতন্যদাস বন্দ সাবধানে। আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ সমানে ।। পরমানন্দ গুপ্ত বন্দ সেন জগন্নাথ। কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রমানাথ ।। শ্রীকংসারি সেন বন্দ সেন শ্রীবল্লভ। ভাস্কর ঠাকুর বন্দ বিশ্বকর্ম্মা অনুভব ।। সঙ্গীতরচক বন্দ বলরাম দাস। নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অকথ্য

বিশ্বাস ॥ মহেশ পণ্ডিত বন্দ বড়ই উন্মাদী। জগদীশ পণ্ডিত বন্দ নৃত্যবিনোদী ॥ নারায়ণীসুত বন্দ বৃন্দাবন দাস। যাঁহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ ॥ বড় গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস। প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস ॥ পরমানন্দ অবধৌত বন্দ এক মনে। সর্ব্বদা উন্মত্ত যেঁহ বাহ্য নাহি জানে ॥ বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত। জগন্নাথ মিশ্র বন্দ মধুর চরিত ॥ পুরুষোত্তম পুরী বন্দ তীর্থ জগন্নাথ। শ্রীরাম তীর্থ বন্দ পুরী রঘুনাথ ॥ বসুদেব তীর্থ বন্দ আশ্রমি উপেন্দ্র। বন্দিব অনন্তপুরী হরি হরানন্দ ॥ মুকুন্দ কবিরাজ বন্দ নির্ম্মল চরিত। বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীব পণ্ডিত ॥ বন্দনা করিব শিশু কৃষ্ণদাস নাম। প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য তেজোধাম ॥ মাধব আচার্য্য বন্দ কবিত্ব শীতল। যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥ গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস। বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্যদাস ॥ রঘুনাথ ভট্ট বন্দ করিয়া বিশ্বাস। বন্দ দিব্যলোচন শ্রীরামচন্দ্র দাস ॥ শ্রীশঙ্কর বন্দ বড় অকিঞ্চন রীতি। ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি ॥ প্রেমানন্দময় বন্দ আচার্য্য মাধব। ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥ নারায়ণ পৈড়ারি বন্দ চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ। বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত ॥ এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব। কহনে না যায় সবার অনন্ত বৈভব ॥ অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা।

হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা ॥ বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি। বেদেহ জানিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি ॥ সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব ঠাকুর। শ্রবণে নয়নে মনে বচন মধুর ॥ শরণ লইয়া ভজ বৈষ্ণব-চরণে। সংক্ষেপে কহিল কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে ॥ বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন। অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন ॥ প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা। কোন কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা ॥ দেবের দুর্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে। দেবকীনন্দন দাস কহে এই লোভে ॥১॥

বৈষ্ণব-মহাত্ম্যতত্ত্ব।

ভজরে ভজরে ভাই বৈষ্ণব-চরণ।
যে চরণ বিনা ভবে নাহি অন্য ধন ॥ ধ্রু ॥

সংসার নিস্তার হেতু বৈষ্ণব ঠাকুর। প্রেমভক্তি দিয়া কৈলা পাপ তাপ দূর ॥ বৈষ্ণব-শরীরে কৃষ্ণ করেন বিহার। যে বৈষ্ণব সেই কৃষ্ণ জেন অনিবার ॥ কৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে ভেদ তত্ত্বাংশে আছয়। বৈষ্ণব কৃষ্ণের নিত্য দাস সুনিশ্চয় ॥ হেন বৈষ্ণবের সনে রহিবে সদাই। মহাসুখ পাবে দুঃখ দূরে যাবে ভাই ॥ অদোষ দরশী মোর বৈষ্ণব ঠাকুর। সবারে সমান ভাব বচন মধুর ॥ কাম ক্রোধ লোভ আদি রিপু সমুচয়। বৈষ্ণব-শরীরে ভাই কভু না

থাকয় ॥ দয়ালের শিরোমণি বৈষ্ণবেরগণ। জীবের মঙ্গল চিন্তে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি যুগের মাঝারে। বসাইলা প্রভু যত ভক্তির বাজারে॥ তার অধিকারী যত বৈষ্ণবেরগণ। শ্রদ্ধাদি মূল্যেতে ভক্তি করেন অর্পণ ॥ নিরবধি হরিধ্বনি বাজারেতে হয়। শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দে হাসয় ॥ আনন্দে উন্মত্ত হঞা বৈষ্ণবের-গণ। পতিত জনেরে ধরি দেন আলিঙ্গন ॥ বৈষ্ণ-বের স্পর্শে দেহ হয় নিরমল। বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ না হয় বিফল ॥ বৈষ্ণব ঠাকুর মোর পরম উদার। হরিনাম দিয়া করে জীবের নিস্তার॥ ব্রহ্মাদি দেবতা যাহা না পায় ধেয়ানে। হেন নাম দেন সবে প্রতি জনে জনে ॥ হিংসা নিন্দা আদি শূন্য বৈষ্ণব শরীর। বৈষ্ণব স্বভাব হয় অতিশয় ধীর ॥ সর্ব্বদোষ শূন্য সর্বগুণের আশ্রয়। বৈষ্ণবের দেহ ভাই জানিহ নিশ্চয় ॥ হেন বৈষ্ণবের পদ যেই নাহি ভজে। সেই পাপী ঘোর নরকেতে পড়ি মজে ॥ বৈষ্ণবের দোষ যেই করয়ে রটনা। রবিসুত দেয় তারে বহুত যন্ত্রণা ॥ শুন শুন ওরে ভাই হঞা একমন। সকল ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণব-চরণ ॥ বৈষ্ণবের পদাশ্রয় না করে যে জন। সে জনার রাধাকৃষ্ণ না হয় দর্শন ॥ অতএব সব ছাড়ি বুদ্ধিমান জন। আশ্রয় করিয়া ভজে বৈষ্ণব-চরণ ॥ বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যতত্ত্ব যে করে পঠন। তার প্রতি তুষ্ট সদা নন্দের নন্দন ॥ যাঁহার

শরণে ঘুচে সকল জঞ্জাল। আমারে করুন কৃপা সেই প্রেমলাল॥ প্রভুবংশী বংশ শ্রীজাহ্নবী পরিবার। বৈষ্ণবে মহিমা যাঁর বর্ণে অনিবার॥ তাঁহার আত্মজ এই দীননাথ দাস। বৈষ্ণব মাহাত্ম্যতত্ত্ব করিল প্রকাশ॥ ১॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তরশত নাম।

জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন। শ্রীচৈতন্য বিশ্বম্ভর পতিতপাবন॥ জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়। অধমতারণ নাথ ভকত আশ্রয়॥ জীবের জীবন গোরা করুণাসাগর। জগন্নাথ মিশ্র সুত গৌরাঙ্গসুন্দর॥ প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু। শ্রীগৌর গোপালদেব বাঞ্ছাকল্পতরু॥ নিত্যানন্দ ঠাকুরের মহানন্দ দাতা। সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী সর্ব্ব চিত্তজ্ঞাতা॥ শ্রীগদাধরের প্রাণ অখিলের পতি। লক্ষ্মীর সর্ব্বস্ব ধন অগতির গতি॥ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাথ নিত্যানন্দময়। সর্ব্ব গুণনিধি সর্ব্ব রসের আলয়॥ জগদানন্দের প্রিয় নবদ্বীপচন্দ্র। অদ্বৈত আরাধ্য কৃষ্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র॥ বংশীর বল্লভ নবদ্বীপ সুনাগর। ভুবনবিজয়ী সর্ব্বজনমুগ্ধকর॥ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি রসিক সুঠাম। ভক্তাধীন ভক্তপ্রিয় সর্ব্বানন্দ ধাম॥ স্বরূপের সুখদাতা রূপের জীবন। শ্রীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন॥ শ্রীজীব বৎসল প্রভু ভকত-বৎসল। ভট্ট গোসাঞির প্রিয় দুর্ব্বলের

বল ॥ শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্রীবাসের বাস। ভগবান ভক্তরূপ অনন্ত প্রকাশ ॥ লোকনাথ লোকাশ্রয় ভকত-রঞ্জন। শ্রীরঘুনাথ দাসের হৃদয়ের ধন ॥ অভিরাম ঠাকুরের সখা সর্ব্বপাতা। চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনামদাতা ॥ পরমেশ পরাৎপর দুঃখ-বিমোচন। জগাই মাধাই আদি পাপী উদ্ধারণ ॥ রসরাজ মূর্ত্তি রামানন্দ বিমোহন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গর্ব্ববিনাশন ॥ অমোঘের প্রাণদাতা দুর্জ্জয়-দলন। পূর্ণকাম নির্ম্মলাত্মা লজ্জা নিবারণ ॥ পরমাত্মা সারাৎসার বৈষ্ণব-জীবন। সুখদাতা সুখময় ভবন ভাবন ॥ বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ববিমোহন। শ্রীগৌরগোবিন্দ ভক্তচিত্ত সুরঞ্জন ॥ নয়নের অভিরাম ভাবুকরমণ। ভক্তচিত্ত-চোর ভক্তচিত্ত-বিনোদন ॥ নদীয়াবিহারী হরি রমণীমোহন। দ্বিজকুল চন্দ্র দ্বিজকুল পূজ্যতম ॥ সুকবি শ্রীনিধি দক্ষ নয়নরঞ্জন। বারেক আমার হৃদে দেহ শ্রীচরণ ॥ ভাবুক সন্ন্যাসী সর্ব্ব জীব-নিস্তারক। ভাবুক জনার সুখ দিতে সুনায়ক ॥ প্রতাপ রুদ্রের অভিলাষ-পূর্ণকারী। স্বরূপাদি ভকতের সদা আজ্ঞাকারী ॥ সর্ব্ব অবতার সার করুণানিধান। পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ ॥ অনন্ত প্রভুর নাম অনন্তমহিমা। অনন্তাদি দেবে যাঁর দিতে নারে সীমা ॥ গৌরাঙ্গ মধুর নাম কর মন সার। যাঁহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর ॥ যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়।

নামের সহিত প্রভু সতত আছয় ॥ গৌর নাম হরি নাম একই যে হয়। ভাগবতবাক্য এই কভু মিথ্যা নয় ॥ কর কর ওরে মন নাম সংকীর্ত্তন। পাপ তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥ গৌর নাম কৃষ্ণ নাম অতি সুমধুর। সদা আস্বাদয়ে যেই সে বড় চতুর ॥ শিব আদি যেই নাম সদা করে গান। সে নামে বঞ্চিত হলে কিসে হবে ত্রাণ ॥ এই শত অষ্ট নাম যে করে পঠন। অনায়াসে পায় সেই চৈতন্য-চরণ ॥ শত অষ্ট নাম যেই করয়ে শ্রবণ। তার প্রতি তুষ্ট সদা শচীর নন্দন ॥ শ্রীজাহ্নবীরাম-পদে করিয়া স্মরণ। শত অষ্ট নাম গায় এ শচীনন্দন ॥১

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম।

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর। কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণাসাগর ॥ জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী। শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ-মুরারি ॥ হরি নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে। বিফলে মনুষ্য-জন্ম যায় দিনে দিনে ॥ দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে। না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণার বৃন্দে ॥ কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু। মিছা মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হৈনু ॥ ফলরূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে। কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে ॥ যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী উদরে। মথুরাতে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করে ॥ বসুদেব রাখি

আইল নন্দের মন্দিরে। নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে ॥ শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দেরনন্দন। যশোদা রাখিল নাম যাদুবাছাধন ॥ উপানন্দ নাম রাখে সুন্দরগোপাল। ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল ॥ সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই। শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল রাজা ভাই ॥ ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী। কালসোণা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী ॥ কুব্জা রাখিল নাম পতিতপাবন হরি। চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহনবংশীধারী ॥ অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া। কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ॥ কণ্বমুনি রাখে নাম দেবচক্রে-পাণি। বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী ॥ গজরাজ নাম রাখে শ্রীমধুসূদন। অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ ॥ পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ। দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু ॥ সুদাম রাখিল নাম দারিদ্র্যভঞ্জন। ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন ॥ দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর। পশু-পতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর ॥ যুধিষ্ঠির রাখে নাম দেব যদুবর। বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গালের ঠাকুর ॥ বাসুকী রাখিল নাম দেব সৃষ্টি স্থিতি। ধ্রুবলোকে নাম রাখে ধ্রুবের সারথি ॥ নারদ রাখিল নাম ভক্ত প্রাণধন। ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ সত্য-ভামা নাম রাখে সত্যের সারথি। জাম্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি ॥ বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসা-

রের সার।। অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ উদ্ধার।।
ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি। পঞ্চমুখে রামনাম
গান ত্রিপুরারি।। কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলী সদা-
চারী। প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহ মুরারি।।
দৈত্যারি দ্বারিকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন। দয়াময় দ্রৌপ-
দীর লজ্জা নিবারণ।। স্বরূপে সবার হয় গোলো-
কেতে স্থিতি। বৈকুণ্ঠ ক্ষীরোদশায়ী কমলার পতি।।
রসময় রসিক নাগর অনুপম। নিকুঞ্জবিহারী হরি
নবঘনশ্যাম।। শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর।। কল্পতরু কমল-
লোচন হৃষীকেশ। পতিত-পাবন গুরু জ্ঞান উপ-
দেশ।। চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেবচক্রপাণি। দীনবন্ধু
দৈবকীনন্দন যদুমণি।। অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত
মহিমা। নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা।।
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার। অনন্ত কৃষ্ণের
নাম মহিমা অপার।। শতভার সুবর্ণ গো কোটি
কন্যা দান। তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান।।
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত
আছেন আপনি শ্রীহরি।। শুন শুন ওরে ভাই নাম
সংকীর্ত্তন। যে নাম শ্রবণে হয় পাপ-বিমোচন।।
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ
নাই যম আছে পিছে।। কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই
মধুর। যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর।। ব্রহ্মা
আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়। সে হরি বঞ্চিত

হইলে কি হবে উপায়॥ হিরণ্যকশ্যপের উদর বিদারণ। প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ॥ বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন। দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ॥ অষ্টোত্তর শত নাম যে করে পঠন। অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর নন্দের নন্দন। মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ॥ বকাসুর বধ আদি কালীয় দমন। দ্বিজ হরি কহে এই নাম সংকীর্ত্তন॥ ২॥

শ্রীনরোত্তম দাসের প্রার্থনা।

(সাধকাবস্থার লালসা।)

পয়ার। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥ আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥ রূপ রঘুনাথপদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি॥ রূপ রঘুনাথপদে রহু মোর আশ। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥ ১॥

হরি হরি কি মোর করম অতি মন্দ। ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল আধ, না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥ স্বরূপ রূপ সনাতন দাস রঘুনাথ। ভট্টযুগল ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ। ইহা সবার পাদপদ্ম,

না সেবিনু তিল আধ, কিসে মোর পুরিবেক সাধ ॥ গৌরগোবিন্দলীলা, শুনিলে গলয়ে শিলা, না ডুবিল তাহে মোর চিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ, যে রচিল চৈতন্য-চরিত ॥ তাঁহার ভক্তের সঙ্গ, তাঁর সঙ্গে যার সঙ্গ, তার সঙ্গে নৈল কেন বাস। কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা, ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥ ২ ॥

রাধাকৃষ্ণে নিবেদন এই জন করে। দোঁহে দোঁহ রসময়, সকরুণ হৃদয়, অবধান কর নাথ মোরে ॥ হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, হে গোপীপ্রাণবল্লভ, হে কৃষ্ণপ্রিয় শিরোমণি। হেমগৌরশ্যামগায়, শ্রবণে পরশ তায়, গুণ শুনি যুড়াবে পরাণী ॥ জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ, জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে। অঞ্জলি মস্তকে ধরি, নরোত্তম ভূমে পড়ি, কহে দোঁহে পূরাও মনসাধে ॥ ৩ ॥

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার। দোঁহ অঙ্গ নিরখিব, দোঁহ অঙ্গ পরশিব, সেবন করিব দোঁহাকার ॥ ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে। কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি, যোগাইব বদনকমলে ॥ রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ, সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর জীবন উপায়। জয় পতিত-পাবন, দেহ মোরে এই ধন, তুয়া বিনে অন্য নাহি ভায় ॥ শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন। হা হা

প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদ-ছায়া, নরোত্তম লইল শরণ ॥ ৪ ॥

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু। মনুষ্য-জনম পাঞা, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥ গোলোকের প্রাণধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন, রতি না জন্মিল কেন তায়। সংসার বিষয়ানলে, দিবা-নিশি হিয়া জ্বলে, যুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥ ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই। দীনহীন যত ছিল, হরি নামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥ হাহা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতা যুথ, করুণা করহ এইবার। নরোত্তম দাস গায়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়, তুয়া বিনে কে আছে আমার ॥৫॥

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন। ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হঞা প্রেমাধীন ॥ সযন্ত্রে মিশায়ে গাব সুমধুর তান। আনন্দে করিব দোঁহাকার রূপ গান ॥ রাধিকা গোবিন্দ বলি কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে। ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥ এইবার করুণা কর রূপ সনাতন। রঘুনাথ দাস আর শ্রীজীবজীবন ॥ এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা ॥ সখ্যভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা ॥ সবে মিলে কর দয়া পূরুক মোর আশ। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥ ৬ ॥

তুয়া প্রিয়া-পদসেবা, এই ধন মোরে দিবা, তুমি প্রভু করুণার নিধি। পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণে পরম

রস, করি কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি ॥ প্রাণেশ্বর নিবে-দন চরণ-কমলে। গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র,পরম আনন্দ কন্দ, গোপীকুলপ্রিয় দেহ বলে ॥ দারুণ সংসার গতি, বিষয়েতে লুব্ধমতি,তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে। জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ, জীয়ন্তে মরণ ভেল সুখে ॥ মো বড় অধম জনে, কর দয়া নিজ-গুণে, দাস করি রাখ বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌর ধাম, নরোত্তম লইল শরণে ॥ ৭ ॥

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দয়া করি রাখ নিজপদে। কাম ক্রোধ ছয় জনে, লয়ে ফিরে নানা স্থানে, বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে ॥ হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ, তোমার স্মরণ গেল দূরে। অর্থ লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে,ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে ॥ অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজ-পুরে, কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া। দৈবমায়া বলাৎ-কারে, খসাইয়া সেই ডোরে, ভবকূপে দিলেক ডারিয়া ॥ পুনঃ যদি দয়া করি,এ জনার কেশে ধরি, টানিয়া তুলহ ব্রজধামে। তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পারাণ গেল, কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥৮॥

পতিত-পাবন প্রভু মদনগোপাল। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, তুমি অনাথের নাথ, দয়া কর এই অধ-মেরে। সংসার-সাগর ঘোরে, পড়িয়াছি এইবারে, কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে ॥ অধম চণ্ডাল আমি,

দয়ার ঠাকুর তুমি, শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে। এ বড় ভরসা মনে, ফেল লয়ে বৃন্দাবনে, বংশীবট যেন দেখি সুখে॥ কৃপা কর আগুসরি, লহ মোরে কেশে ধরি, শ্রীযমুনা দেহ পদছায়া। অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ, দয়া কর না করিহ মায়া॥ অনিত্য শরীর ধরি, আপন আপন করি, পাছে পাছে শমনের ভয়। নরোত্তম দাসের মনে, প্রাণ কাঁদে রাত্রি দিনে, পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়॥১৭॥

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগলকিশোর॥ অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল, নরহরি বিলাসই মোর॥ বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম। বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে, মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ, বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস। বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মন ভোরা, কহে দীন নরোত্তম দাস॥ ১৮॥

নিতাই পদ কমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল, যে ছায়ায় জগত জুড়ায়। হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়॥ সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেইপশু বড় দুরাচার। নিতাই না বলি মুখে, মজিল সংসারসুখে, বিদ্যা কুলে কি করিবে তার॥ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিতাই পদ পাসরিয়ে, অসত্যেরে সত্য করি মানি।

নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ভজ তাঁর চরণ দুখানি ॥ নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাই পাদ সদা কর আশ। নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী, রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥ ১১ ॥

ওরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ। না ভজিয়া গেনু দুঃখে, ডুবি গৃহবিষকূপে, দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥ তাপত্রয় বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে, দেহ সদা হয় অচেতন। রিপুবশেন্দ্রিয় হৈল, গোরা পদ পাসরিল, বিমুখ হইল হেন ধন ॥ হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়, কায়মনে লওরে শরণ। পামর দুর্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তারা হৈল পতিতপাবন ॥ গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে, কি করিবে সংসার শমন। নরোত্তম দাস কয়, গোরা সম কেহ নয়, না ভজিতে দেন প্রেম ধন ॥ ১২ ॥

গৌরাঙ্গের দুটী পাদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতি রস সার। গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥ যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাই বলিহারী। গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি অধিকারী ॥ গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ। শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা

জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥ গৌর-প্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধা-মাধব অন্তরঙ্গ। গৃহে বা বনেতে থাকে,হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে। তোমা বিনে কে দয়াল জগৎ সংসারে ॥ পতিতপাবন হেতু তব অবতার। মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥ হাহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী। কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥ দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি। তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই ॥ হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘু-নাথ। ভট্টযুগ শ্রীজীব হাহা প্রভু লোকনাথ ॥ দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস। রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥ ১৪ ॥

যে আনিলা প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর ॥ কাঁহা বংশী স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন। কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত-পাবন ॥ কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ। এক কালে কোঁহা গেলা গৌর-নটরাজ ॥ পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥ সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। সে সঙ্গ না পায়ে কান্দে নরোত্তম দাস ॥ ১৫ ॥

হরি হরি বড় দুঃখ রৈল মোর মনে। পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজনবিনু, হেন জন্ম গেল

অকারণে ॥ শ্রীনন্দ নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি, জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল। মুঞি যে অধম অতি, বৈষ্ণবে না হৈল রতি, তে কারণে করুণা নহিল ॥ স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ, তাহাতে না হৈল রতি মতি। দিব্য চিন্তামণি নাম, বৃন্দাবন যার ধাম, হেন স্থানে নহিল বসতি ॥ ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা, অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে। নরোত্তম দাস কহে, জীবের উচিত নহে, শ্রীগুরু বৈষ্ণবসেবা বিনে ॥ ১৬ ॥

ঠাকুর বৈষ্ণব-পদ, অবনীর সুসম্পদ, শুন ভাই হয়ে একমন। আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ ॥ বৈষ্ণব-চরণ রেণু মস্তকে ভুষণ বিনু, আর নাহি ভুষণের অন্ত। বৈষ্ণব-চরণ জল, কৃষ্ণভক্তি দিতে বল, আর কেহ নহে বলবন্ত ॥ তীর্থজল ত্রিভুবনে, লিখিয়াছেন পুরাণে, সে সব ভক্তির প্রকরণ। বৈষ্ণবের পাদোদক, ভুষণ করি মস্তক, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণ পরি-সঙ্গ। দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে, মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥ ১৭ ॥

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি মুঞি নিবেদন, মো বড় অধম দুরাচার। দারুণ সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি, কেশে ধরি মোরে কর পার ॥ বিধি বড় বল-বান, না শুনে অধম জ্ঞান, সদাই করম পাশে বান্ধে।

না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ, অনাথ কাতর তেঁই কান্দে॥ কাম ক্রোধ মদ যত, নিজ অভিমান তত, আপন আপন স্থানে টানে। ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন, সুপদ বিপদ নাহি মানে॥ না লইনু সত মত, অসতে মজিল চিত, তুয়া পদে না করিনু আশ। নরোত্তম দাস কয়, দেখে শুনে লাগে ভয়, তরাইয়া লহ নিজ পাশ॥ ১৮॥

হরি হরি মোর করম অতি অভাগী। বিফলে জনম গেল,হৃদয়ে রহিল শেল,নাহি ভেল হরি অনু-রাগী॥ যজ্ঞ দান তীর্থ স্নান, পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্ম জ্ঞান, অকারণে সব গেল মোহে। বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন, বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥ সাধু-মুখে কথামৃত,শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপ-রাধ কারণ। সদত অসত সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ, কি করিব আইলে শমন॥ শ্রুতি স্মৃতি সদা কয়, শুনিয়াছি এই হয়, হরিপদ অভয় শরণ। জনম লভিয়া সুখে, রাধাকৃষ্ণ বল মুখে,চিত্তে কর ও রূপ ভাবন॥ রাধাকৃষ্ণ পদাশ্রয়, তনু মন রঙ্গ তায়, আর দূরে যাউক বাসনা। নরোত্তম দাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়, তনু মন সঁপিনু আপনা॥ ১৯॥

হরি হরি আর কি এমন দশা হব। এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি, আর কবে ব্রজ-ভূমে যাব॥ সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন, সে

ধূলি মাখিব কবে গায়। প্রেমে গদ গদ হয়ে, রাধা-কৃষ্ণ নাম লয়ে, কান্দিয়া বেড়াব উভরায়॥ নির্ভয় নিকুঞ্জে যায়ে, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হয়ে, ডাকিব হা রাধানাথ বলি। কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে পিব করপুটে তুলি॥ আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দিব তায়। সখীর অনুগা হয়ে, কুঞ্জ সেবা লব চায়ে, দোঁহে ডাকিবেন সখী আয়॥ কিবা গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি, রাধাকুণ্ডে করিব প্রণাম। ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে, এই আশা করে নরোত্তম॥ ২০॥

হরি হরি আর কবে পালটিব দশা। এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন ধামে, এই মনে করিয়াছি আশা॥ ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে, একান্ত করিয়া কবে যাব। সর্ব্বদুঃখ পরিহরি, ব্রজ-পুরে বাস করি, মধুকরী মাগিয়া খাইব॥ যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন, কবে পিব উদর পূরিয়া। কবে রাধাকুণ্ড জলে, স্নান করি কুতূহলে, শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥ ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, কৃষ্ণ-লীলা যে যে স্থানে, প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাঁহা। সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসীগণ স্থানে, কহ আর লীলাস্থান কাঁহা॥ ভজনের স্থান করে, নয়নগোচর হবে, আর যত আছে উপবন। তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন, আশা করে যুগল চরণ॥২১॥

করঙ্গ কৌপীন লয়ে, ছেঁড়া কন্থা গায়ে দিয়ে, তেয়াগিয়া সকল বিষয়। কৃষ্ণে অনুরাগ হবে,ব্রজের নিকুঞ্জে কবে, যাইয়া করিব নিজালয়।। হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন। ফল মূল বৃন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে,ভ্রমিব হইয়া উদাসীন।। শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতূহলে, প্রেমাবেশে আনন্দ হইয়া। বাহুপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি,কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া ॥ দেখিব সঙ্কেত স্থান,যুড়াবে তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব। কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গোবর্দ্ধন গিরি, কাঁহা নাথ বলিয়া কান্দিব।। মাধবীকুঞ্জের পরি, তাহে বসে শুক সারী, গায় সদা রাধাকৃষ্ণ রস। তরুতলে বসি তাহা, শুনি পাসরিব দেহা, কবে সুখে গোঙাব দিবস ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদনমোহন সাথ, দেখিব রতন সিংহাসনে। দীন নরোত্তম দাস, করে এই অভিলাষ, এ মতি হইবে কত দিনে ।। ২২ ।।

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী। নিরখিব নয়নে যুগলরূপরাশি ॥ ত্যজিব শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজে ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥ ষড় রস ভোজন দূরেতে পরিহরি। কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী।। পরিক্রমা করিয়া ফিরিব বনে বনে। বিশ্রাম করিব গিয়া যমুনা পুলীনে।। তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে। কবে কুঞ্জে বসিব সে বৈষ্ণব নিকটে।।

নরোত্তম দাস কহে কর পরিহার। হেন দশা কবে আর হইবে আমার ॥ ২৩ ॥

আর কবে হেন দশা হব। শ্রীব্রজের ধুলা ভূষণ করিব ॥ আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে। গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥ শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান। করি কবে জুড়াব পরাণ ॥ আর কবে যমুনার জলে। মার্জ্জন করিব কুতূহলে॥ সাধু সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তম দাস করে আশ ॥ ২৪ ॥

সাধকদেহে সিদ্ধাবস্থার অভিমান লালসা।

হরি হরি হেন দশা হইবে আমার। দুঁহ মুখ নিরখিব, দুঁহ অঙ্গ পরশিব, সেবন করিব দোঁহা-কার ॥ ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে। কণক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি, যোগাইব অধর যুগলে॥ রাধা-কৃষ্ণ বৃন্দাবন, সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর জীবন উপায়। জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন, তোমা বিনু অন্য নাহি ভায় ॥ শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন। হাহা প্রভু কর দয়া, মোরে দেহ পদছায়া, নরোত্তম লইল শরণ ॥ ২৫ ॥

রাধাকৃষ্ণ ভজ মুঞি জীবন মরণে। তাঁর স্থানে তাঁর লীলা শুনি রাত্রি দিনে॥ যে স্থানে যে লীলা

কৈল যুগল কিশোর। সখীর সঙ্গিনী হয়ে তাহে হও ভোর॥ শ্রীরূপমঞ্জরীদেবী কর মোরে দয়া। অনুক্ষণ দেহ মোরে পাদপদ্ম ছায়া॥ শ্রীরাসমঞ্জরীদেবী কর অবধান। নিরবধি করি তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান॥ বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস। ২৬॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। জীবনে মরণে আর কেহ নাহি মোর॥ কালিন্দীর তীরে কেলী কদম্বের বন রতন বেদীরোপরে বসাব দুজন॥ শ্যাম অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরি মুখচন্দ্র॥ গাঁথিয়া মালতী মালা দিব দোঁহার গলে। অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে॥ ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দে। আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাস অনুদাস। নরোত্তম দাস করে এই অভিলাষ॥ ২৭॥

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন। কেলি কৌতুক রঙ্গে করিব সেবন॥ ললিতা বিশাখা সনে, আর যত সখীগণে, মণ্ডলী করিয়া তহু মেলি। রাই-কানু করে ধরি, নৃত্য করি ফিরি ফিরি, নিরখি গোঙাব কুতূহলী॥ আলয় বিশ্রাম ঘর, গোবর্দ্ধন গিরিবর, রাই কানু করাব শয়ন। নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মনে হয়, অনুক্ষণ চরণ সেবন॥ ২৮॥

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন। গোবর্দ্ধন

গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল, যাই কানু করিব সেবন ।। ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবিব পরম রঙ্গে, সুখময় রাঙ্গা পদতলে। কনক সম্পুট করি, কর্পুর তাম্বুল ভরি, যোগাইব বদন কমলে ।। সুগন্ধ চন্দন গুড়ি, কনক কটোরি পূরি, কবে দিব দুজনার গায় ।। মল্লিকা মালতী যুথী, নানা ফুলে মালা গাঁথি, কবে দিব দোঁহার গলায় ।। সুবর্ণের ঝারি করি, রাধা-কুণ্ডে জল পুরি, দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব। গুরু রূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, চামরের বাতাস করিব ।। দোঁহার অরুণ আঁখি, পুলক হইয়া দেখি, দুই পাদ পরশিব করে। শ্রীচৈতন্য দাসের দাস, সদা করে অভিলাষ, নরোত্তম মনে মনে স্ফুরে ।। ২৯ ।।

হরি হরি আর কবে এমন দশা হব। কবে বৃষভানু পুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব ।। যাবটে আমার কবে, এ পাণী গ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে তায়। সখীর পরম জ্যেষ্ঠ, যে তাহার হয় শ্রেষ্ঠ, সেবন করিব কবে তায় ।। তেঁহ কৃপাবান হৈঞা, রাতুল চরণ লৈয়া, আমারে করিবে সমর্পণ। সফল হইবে দশা, পুরিবে মনের আশা, সেবিব সে কমল চরণ ।। বৃন্দাবনে দুই জন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ, সেবন করিব অবশেষে। সখীগণ চারিভিতে, নানা-রত্ন লয়ে হাতে, রহিব মনের অভিলাষে ।। দোঁহ চন্দ্রমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি, নয়নে বহিবে

অশ্রুধারায়। বৃন্দার আদেশ পাব, পরম আনন্দ হব, কবে হেন হইবে আমার॥ শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি, রাখিবে রাতুল দুই পায়। নরোত্তম দাসের মনে, প্রিয় নর্ম্ম সখীগণে, কবে দাসী করিবে আমায়॥ ৩০॥

হরি হরি আর কবে হেন দশা হব। ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব, দোঁহারে চন্দন পরাইব॥ টানিয়া বান্ধিব চূড়া, তাহে নব গুঞ্জ বেড়া, নানা ফুলে গাঁথি দিব হার। পীতাম্বর বাস অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে, বদনে তাম্বূল দিব আর॥ দুহুঁ রূপ মনোহারী, দেখিব নয়ন ভরি, নীলাম্বরে তারে সাজাইয়া। রতনের জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী, দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া॥ হেন রূপমাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি, এই করি মনে অভিলাষ। জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন, নিবেদয় নরোত্তম দাস॥ ৩১॥

হাহা প্রভু কর দয়া করুণা সাগর। মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার॥ কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব। বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব॥ সম্মুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব। অগুরু চন্দন গন্ধ দোঁহা অঙ্গে দিব॥ সখী আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব। সিন্দূর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥ বিলাস কৌতুকি কেলি দেখিব নয়নে। চন্দ্রমুখ নিরখিয় বসায়ে সিংহাসনে॥ সদা সে

মাধুরী দেখি মনের লালসে। কতদিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে ।। ৩২ ।।

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব, যুড়াইব এ পাপ পরাণ। সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইয়া প্রাণপ্রিয়া, নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান ।। হে সজনি কবে মোর হইবে সুদিন। সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে, সুখময় যমুনা পুলীন ।। ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া, সাজাইয়া নানা উপহার। সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি, হেন ভাগ্য হইবে আমার ।। দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট, তিল মাত্র না রাখিল তার। কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ, ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র কুমার ।। ৩৩ ।।

এবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি। হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী ।। বারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ। অনলে পশিব কিবা জলে দিব ঝাঁপ। মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পানগুয়া। শ্রমেতে বাতাস দিব এ চন্দন চুয়া ।। বৃন্দাবনের ফুলেতে গাঁথি দিব হার। বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার ।। কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ। নরোত্তম দাস কহে পিরীতের ফাঁদ ।। ৩৪ ।।

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি। পতিত তারিতে তোমা বিনা কেহ নাই ।। যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। এমন দয়াল প্রভু কেবা

কোথা পায়।। গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তুয়া গুণ।। হরি স্থানে অপরাধ তারে হরি নাম। তুয়া স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান।। তোমা সবা হৃদয়েতে গোবিন্দ বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ।। প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলী। নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি।। ৩৫।।

হরি হরি কি করম অনুরত। বিষয় কুটিল মতি, সাধু সঙ্গে নৈল রতি, কিসে আর তরিবার পথ।। স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ, লোক-নাথ সিদ্ধান্ত সাগর। শুনিতাম সে সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা, তবে ভাল হইত অন্তর।। যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়া নগরে অবতার। তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম, মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার।। হরিদাস আদি মেলি, মহোৎসব আদি কেলী, না করিনু সে সুখ বিলাস। কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা, ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।। ৩৬।।

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি নাম, রতন মন্দির মনোহর। আবৃত কালিন্দী-নীরে, রাজহংস কেলী করে, কুবলয় কনক উৎপল।। তার মধ্যে হেম পীঠ, অষ্ট দলেতে বেষ্টিত, অষ্ট দলে প্রধান নায়িকা।। তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুই জনে, শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা।। ও রূপ লাবণ্য-

রাশি, অমিয় পড়িছে খসি, হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে। নরোত্তম দাসে কয়, নিত্য লীলা সুখময়, সেবা দিয়া রাখহ চরণে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন পূজন। সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন ॥ সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি, সেই মোর ভক্তি ঋদ্ধি, সেই মোর বেদের ধরম ॥ সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ, সেই মোর ধরম করম। অনুকূল হবে বিধি, সে পদ সম্পদ নিধি, নিরখিব এ দুই নয়নে। সে পাদ মাধুরী রাশি, যেন কুবলয় শশী, প্রফুল্লিত হয় নিশিদিনে ॥ তুয়া অদর্শন অহি, গরলে, জারিল দেহি, চিরদিন তাপিত জীবন। হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, নরোত্তম লইল শরণ ॥ ৩৮ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর-ভক্ত-বৃন্দ ॥ কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা। অধম পতিত জনে না করিহ ঘৃণা ॥ এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার। ভাবিয়া দেখিলে মনে কেহ নাহি আর ॥ সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে ॥ ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥ কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান। স্বামী লোকনাথ পদ নাহিক স্মরণ ॥ তুমিত দয়াল প্রভু চাহ একবার। নরোত্তমের হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥ ৩৯ ॥

হাহা প্রভু লোকনাথ রাখ পদদ্বন্দে। কৃপা-দৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে পূর্ণ হয় তৃষ্ণ। হেথা চৈতন্য মিলে সেথা রাধা-কৃষ্ণ ॥ তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর। মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥ এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই। কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঁই ॥ রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গুণ গাও রাত্র দিনে। নরোত্তম বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে ॥ ৪০ ॥

লোকনাথ প্রভু তুমি দয়া কর মোরে। রাধাকৃষ্ণ লীলা যেন সদা চিত্তে স্ফুরে ॥ তোমার সহিত থাকি সখীর সহিতে। এইত বাসনা মোর সদা উঠে চিত্তে ॥ সখীগণ জ্যেষ্ঠ যেঁহো তাঁহার চরণে। মোরে সম-র্পিবে কবে সেবার কারণে ॥ তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ। আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ ॥ শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী কৃপাদৃষ্টে চায়ে। তাপিত নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিয়ে ॥ ৪১ ॥

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন। শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ ॥ হাহা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার। সবে মেলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥ শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়। সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয়। প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লয়ে যাবে। শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সম-র্পিবে ॥ হেন কি হইবে মোর মুখ্য সখীগণে। অনু-গত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥ ৪২ ॥

দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে। হেন শুভ-ক্ষণ … কত দিনে হবে॥ শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়। সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়॥ আনন্দিত হয়ে হিয়া তার আজ্ঞাবলে। পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে॥ সেবার সামগ্রী রত্ন থালেতে করিয়া। সুবাসিত বারি স্বর্ণ ঝারিতে পুরিয়া॥ দোঁহার সম্মুখে নিয়া দিব শীঘ্র-গতি। নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি॥৪৩॥

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রব ভীত হঞা। দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা॥ সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি। কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী॥ শ্রীরূপ মঞ্জরী তবে দোঁহ বাক্য শুনি। মঞ্জুলালি দিল মোরে এই দাসী আনি॥ অতি নম্র চিত্ত আমি ইহারে জানিল। সেবা কার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥ হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া। নরোত্তমে সেবা দিবে নিযুক্ত করিয়া॥৪৪॥

হরি হরি কবে হেন দশা হবে মোর। সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥ ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে। শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥ এই আশা পূর্ণ কর যত সখীগণ। তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ বহু দিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয়। সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয়॥ সেবা আশে নরোত্তম কান্দে দিবা নিশি। দয়া করি কর মোরে অনুগত দাসী॥ ৪৫॥

কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার। কৃপা- বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ।। অশেষ সিদ্ধি মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র শ্রাধা- জন্মিল ।। বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবা নিশি র। ফাঁস দিতে ফিরে মায়ার পিচাশী ।। ইহারে করি- জয় ছাড়ান না যায়। সাধু কৃপা বিনে আর নাহিক উপায়। অদোষদর্শিত প্রভু পতিত উদ্ধার। এই- বার নরোত্তমে করহ নিস্তার ।। ৪৬ ।।

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু প্রেম রতন ধন হেলায় হারাইনু ।। অধনে যতন করি ধন তেয়া- গিনু। আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু ।। সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কৈনু অসতে বিলাস। তেকারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ।। বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু। গৌরকীর্ত্তন রসে মগন নহিনু ।। কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া। নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া ।। ৪৭ ।।

ইতি নরোত্তম দাসের প্রার্থনা সমাপ্ত।

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপং কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং॥
অখিল রসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিত শ্যামললিতো রাধা প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম, বন্দ মুঞি সাবধান মতে। যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হতে॥ গুরু-মুখ-পদ্ম-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা। শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তম গতি, যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥ চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত। প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত॥ শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন। হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥ বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, যাহা হৈতে অনুভব হয়। মার্জ্জন হয় ভজন, সাধু সঙ্গে অনুক্ষণ, অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়॥ জয় সনা-

তন রূপ, প্রেমভক্তি রসকূপ, যুগল উজ্জ্বলময় পা-
হুঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক, প্রকাশি
কল্পতরু জনু ॥ প্রেমভক্তি রীতি যত, নির্ব্বাধা-
সুব্যকত, করিয়াছেন দুই মহাশয়। যাহার রে।
হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে, যুগল মধুর রসা রি
যুগল কিশোর প্রেম, লক্ষবাণ জিনি হেম, হিব
প্রকাশিল যাঁরা। জয় রূপ সনাতন, দেহ মে এই
ধন, সে রতন মোর গেল হারা॥ ভাগবত শাস্ত্র
মর্ম্ম, নববিধ ভক্তি ধর্ম্ম, সদাই করিব সুসেবন। অন্য
দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই, এই ভক্তি
পরম কারণ॥ সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া
ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেমমাঝে। কর্ম্মীজ্ঞানী ভক্তি-
হীন, ইহাকে করিবে ভিন, নরোত্তম এই তত্ত্ব
গাজে॥

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুপাদেনোক্তং।
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি, কায়-
মনে করিব ভজন। সাধু সঙ্গ কৃষ্ণসেবা, না পুজিব
দেবী দেবা, এই ভক্তি পরম কারণ॥ মহাজনের যেই
পথ, তাহে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার। সাধন
স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায়মনে করিয়া
সুসার॥ অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীত রাগ,

কর্ম্মীজ্ঞানী পরিহরি দূরে ॥ কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেমভক্তি রস রঙ্গ, লীলাকথা ব্রজরস পুরে ॥ যোগী ন্যাসী কর্ম্মীজ্ঞানী, অন্য দেবপূজক ধ্যানী, ইহলোক দূরে পরিহরি। কর্ম্ম ধর্ম্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ, ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী ॥ তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম, সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ। দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে করি, মদ মাৎসর্য্য পরিহরি, সদা কর অনন্য ভজন ॥ কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি, শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন। অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান, এই ভক্তি পরম কারণ ॥ হৃষীকেশ গোবিন্দ সেবা, না পূজিব দেবীদেবা, এইত অনন্যভক্তি কথা। আর যত উপলম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ, দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥ দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ, কেহ কার বাধ্য নাহি হয়। শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ, দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয় ॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ, স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব। আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥ কৃষ্ণসেবা কর্ম্মার্পণে, ক্রোধে ভক্তদ্বেষী জনে, লোভে সাধু সঙ্গে হরিকথা। মোহে ইষ্ট লাভ বিনে, মদে কৃষ্ণগুণ গানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥ অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম, ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ। কিবা বা করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে যদি [illegible]

সাধু জনার সঙ্গ। ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা, লোভ মোহ এই ত কথন। ছয় রিপু সদা হীন, করিবে মনের অধীন, কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥ আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ রব, সিংহরবে যেন করিগণ। সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে, প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥ অসৎ ক্রিয়া কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটি, অন্য দেবে না করিহ রতি। আপন আপন স্থানে, পিরীতি সবাই টানে, ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি ॥ আপন ভজন পথ, তাহে হবে অনুরত, ইষ্টদেব স্থানে লীলা গান। নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিনু ভাই, হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥

দেবলোক পিতৃলোক, পায় তারা নানা সুখ, সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ। যুগল ভজয়ে যাঁরা, প্রেমানন্দে ভাসে তাঁরা, তাঁদের নিছনি ত্রিভুবন ॥ পৃথক আয়াস যোগ, দুঃখময় বিষভোগ, ব্রজবাস গোবিন্দ সেবনে। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম, ব্রজলোক সঙ্গে অনুক্ষণে ॥ সদা সেবা অভিলাষ, মনেতে করি বিশ্বাস, সদাকাল হইয়া নির্ভয়। নরোত্তম দাস বলে, পড়িনু অসৎ ভোলে, পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥

তুমিত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, মোরে প্রভু কর অবধান। পড়িনু অসৎ ভোলে, কাম তিমিঙ্গিলে গিলে, ওহে নাথ কর পরিত্রাণ॥ যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর, নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা। তথাপি যে তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি, মোর সম নাহিক অধমা॥ পতিতপাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম, উপেখিলে নাহি মোর গতি। যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি, সত্য সত্য জেন মোর পতি॥ তুমিত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা, শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর। যদি করি অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ, সেবা দিয়া কর অনুচর॥ কামে মোর হত চিত, নাহি শুনে নিজ হিত, মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা। মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু, করুণা দেখুক সর্ব্বজনা॥ মো সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই, নরোত্তম-পাবন নাম ধর। ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত উদ্ধার শ্যাম, নিজদাস কর গিরিধর॥ নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ মোরে কর সুখী, তোমার ভজন সংকীর্ত্তনে। অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম ভয়, নিবেদন কর অনুক্ষণে॥ আনকথা আনব্যথা, নাহি যেন যাই তথা, তোমার চরণস্মৃতি মাঝে। অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল, গাই যেন সন্তের সমাজে॥ অন্য ব্রত অন্য দান, নাহি অন্য বস্তু জ্ঞান, অন্য সেবা অন্য দেব পূজা। হাহা কৃষ্ণ বলি বলি,

বেড়াব আনন্দ করি, মনে আর নহে যেন দুজা ॥ জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি, দোঁহার পিরীতি রস সুখে। যুগল সহিত যাঁরা, মোর প্রাণ গলে হারা, এই কথা রহু মোর বুকে ॥ যুগল চরণ সেবা, এই ধন মোরে দিবা, যুগলের মনের পিরীতি। যুগল কিশোর রূপ, কাম রতি গুণ ভূপ, মনে রহু ও লীলা পিরীতি ॥ দশনেতে তৃণ ধরি, হাহা কিশোর কিশোরী, চরণাব্জে নিবেদন করি। ব্রজ-রাজ-সুত শ্যাম, বৃষভানু-সুতা নাম শ্রীরাধিকা নাম মনোহারী ॥ কনক কেতকী রাই, শ্যাম মরকত তাই, কন্দর্প দরপ করু চুর। নটবর শিখরিণী, নটি-নীর শিরোমণি, দুহুঁ গুণে দুহুঁ মন ঝুর ॥ শ্রীমুখ সুন্দরবর, হেম নীল কান্তিধর, ভাব ভুষণ করু শোভা। নীল পীতবাস ধর, গৌরী শ্যাম মনোহর, অন্তরের ভাবে দুহেঁ লোভা ॥ আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়, তছু পায়ে নরোত্তম কহে। দিবানিশি গুণ গাঙ, পরম আনন্দ পাঙ, মনে এই অভিলাষ হয়ে ॥

রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত, লোক বেদ সার এই বাণী ॥ সখীর অনুগা হঞা, ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাঞা, সেই ভাবে যুড়াবে পরাণী ॥ রাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত, মুখ্য মুখ্য করি যে গণন। ললিতা বিশাখা তথা, সুচিত্রা চম্পাক লতা, রঙ্গদেবী সুদেবী কথন ॥ তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা,

অষ্টজন এই লেখা, এবে কহি নর্ম্ম সখীগণ। সেবা-পরা সখীগণ, তার কহি বিবরণ, যাঁরা করে যুগল সেবন ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী আর, শ্রীরতি মঞ্জরী সার, লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জলালী। শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি রঙ্গে, প্রেমসেবা করে কুতূহলী ॥ এ সব অনুগা হঞা, প্রেমসেবা লব চাঞা, ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে। রূপে গুণে ডগমগী, সদা হব অনুরাগী, বসতি করিব সখীমাঝে ॥ বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ, সময় বুঝিয়া রহ সুখে। সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব করে, তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে ॥ যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি, অনুরাগে থাকিব সদাই। সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পাব তাহা, পক্কাপক্ক সুবিচার এই ॥ পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্বে সাধন কহি, ভকতি লক্ষণ অনুসার। সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই, পক্ক অপক্কের এ বিচার ॥ নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়, ব্রজপুরে অনুরাগে বাস। সখীগণ গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে, তবহুঁ পুরিবে অভিলাষ ॥

সখীনাং সঙ্গিণীরূপা আত্মানং বাসনাময়ী।
আজ্ঞাসেবাপরা তত্তৎ কৃপালঙ্কার ভূষিতা।
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥

যুগল চরণ প্রীতি, পরম আনন্দ তথি, রতি-

প্রেমা হউ পুরন্দরে। ক্লিষ্ণনাম রাধানাম, উপাসনা রসধাম,চরণে পড়িয়া পরানন্দে॥ মরণে স্মরণে প্রাণ, মধুর মধুর নাম,বিলাস যুগল স্মৃতিসার। সাধ্য সাধন এই, আর নাই ইহা বই, এই তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্ব সার॥ জলদ সুন্দর কান্তি, মধুর মুরতি ভাতি, বৈদগধি অবধি সুবেশ। সুপীত বসন ধর, আভরণ মণিবর, ময়ূর চন্দ্রিকা করুকেশ॥ মৃগমদ সুচন্দন,কুম্কুমাদি বিলেপন, মুগ্ধকারী মুরতি ত্রিভঙ্গ। নবীন কুসুমা-বলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি, মধুলোভে ফিরে মত্ত ভৃঙ্গ॥ ঈষৎ মধুরস্মিত, বৈদগধি লীলামৃত, লুবধল ব্রজ বধূবৃন্দ। চরণকমলোপর, মণিময় সুম-ঞ্জীর, নখমণি জিনি বালচন্দ্র॥ নূপুর মরাল ধ্বনি, কুলবধূ মরালিনী,শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে। হৃদয়ে বাড়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতী, কুলের ধরম যায় দূরে॥ কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজে,সরলা বংশীবিরাজে, যার ধ্বনি ভুবন মাতায়। শ্রবণের পথ দিয়া, হৃদয়ে প্রবেশ হঞা,প্রাণ আদি আকর্ষী আনয়॥ গোবিন্দ লেখন সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, বৃন্দাবন ভূমি তেজোময়। শীতল কিরণ কর, কল্পতরু গুণধর, তরুলতা ষড়্ঋতু রয়॥ পূর্ণচন্দ্র সম গতি, চিদানন্দ-ময় যুথি,মহানন্দ দরশনে শোভা। গোবিন্দ আনন্দ-ময়, নিকটে বনিতাচয়, বিহরে মধুর অতি শোভা॥ ব্রজপুর বনিতার, চরণ আশ্রয় সার, কর মন একান্ত করিয়া। অন্য বোল গণ্ডগোল, নাহি শুন উতরোল,

রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া।। কৃষ্ণ প্রভু একবার, করিবেন অঙ্গীকার, ক্রেন মম এ সত্য বচন। ধন্য লীলা বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ, ধন্য সখী মঞ্জরীরগণ।। পাপ পুণ্যময় দেহী, সকল অনিত্য এহি, ধন জন সব মিছাধন্দ। মরিলে যাইবে কোথা, ইহাতে না পাও ব্যথা, তবু কার্য্য কর সদা মন্দ।। রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নটুয়ার নাট, দেখিতে দেখিতে কিছু নয়। হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই, তাঁরে মন সদা কর ভয়।। পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপীজন, তারে মন দূরে পরিহরি। পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম, পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি।। প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি, আর যত ক্ষারনিধি প্রায়। নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে, পরতত্ত্ব করিলে উপায়।। অন্যের পরশ যেন, নাহি হয় কদাচন, ইহাতে হইবে সাবধান। রাধাকৃষ্ণ নাম গান, এই সে পরম ধ্যান, আর না করিহ পরমান।। কর্ম্মী জ্ঞানী মিছা ভক্ত, তাহে না হইবে রত, শুদ্ধ ভজনেতে কর মন। ব্রজজনের যেই মত, তাহে হবে অনুগত, এই সে পরম তত্ত্বধন।। প্রার্থনা করিবে সদা, শুদ্ধভাবে প্রেম কথা, নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ। আস্তিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ, প্রাপ্তি পাপ হবে পরিচ্ছেদ।। রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ, মাত্র পরমার্থ ধন, সযতনে হৃদয়েতে লও। দুঁহ নাম শুনি শুনি, ভক্তমুখে পুনি

পুনি পরম আনন্দ সুখ পাঁও ॥ হেম গিরি তনু রাই, আঁখি দরশন চাই, রোদন করয়ে অভিলাষে। জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি মনোহর, রূপেতে ভুবন পরকাশে ॥ সখীগণ চারি পাশে, সেবা করে অভিলাষে, পরম সে শোভা সুখ ধরে। এই মনে আশা মোর, ঐছে রসে হঞা ভোর, নরোত্তমে সদাই বিহরে ॥

রাধাকৃষ্ণ কর ধ্যান, স্বপনে না বল আন, প্রেম বিনু আন নাহি চাঁও ॥ যুগল কিশোর প্রেম, যেন লক্ষ বাণ হেম, আরতি পিরীতি রসে ধাও ॥ জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন, প্রেম বিনু সেই মত ভক্ত। চাতক জলদ গতি, এমতি একান্ত রতি, জানে যেই সেই অনুরক্ত ॥ সরোজ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন, পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি। অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, এই মত প্রেমভক্তি রীতি ॥ বিষয় গরলময়, তাহে মান সুখ-চয়, সে না দুঃখ সুখ করি মান। গোবিন্দ বিষয়রস, সঙ্গ কর তাঁর দাস, প্রেমভক্তি সত্য করি জান ॥ মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট, গুণছি নিগুণ করি মানে। গোবিন্দ বিমুখ জনে, স্ফূর্ত্তি নহে হেম ধনে, লৌকিক করিয়া সব জানে ॥ অজ্ঞান অভাগা যত, নাহি লয় সত মত, অহঙ্কারে না জানে আপনা। অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন বৃথা তার অশেষ ভাবনা ॥ আর যত পরিহরি, পরম

ঈশ্বর হরি, সেব মন প্রেম করি আশা। এক ব্রজরাজপুর, গোবিন্দ রসিকবর, কর মন সদা অভিলাষা ॥ নরোত্তম দাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে, হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া। অভাগ্যের নাহি ওর, মিছা মোহে হৈনু ভোর, দুঃখ রহু অন্তরে জাগিয়া ॥

বচনের অগোচর, বৃন্দাবন ধাম বর, সুপ্রকাশ প্রেমানন্দ ঘন। যাহাতে প্রকটসুখ, নাহি জরা মৃত্যু দুঃখ, কৃষ্ণলীলা রস অনুক্ষণ। রাধাকৃষ্ণ দুহঁ প্রেম, লক্ষবাণ যেন হেম, দোঁহার হিল্লোলে রসসিন্ধু। চকোর নয়ন প্রেম, কাম রতি করে ধ্যান, পিরীতি সুখের দুহেঁ বন্ধু ॥ রাধিকা প্রেয়সীবরা, বাম অঙ্গে মনোহরা, কনক কেশর কান্তি ধরে। অনুরাগে রক্ত শাড়ী, নীল পট্ট মনোহারী, প্রত্যঙ্গে ভূষণ শোভা করে ॥ করয়ে লোচন পান, রূপলীলা দুহঁ প্রাণ, আনন্দে মগন সহচরী। বেদ বিধি অগোচর, রতন বেদীরপর, সেব নিতি কিশোর কিশোরী ॥ দুর্লভ ভজন হেন, নাহি ভজ হরি কেন, কি লাগিয়া মর ভব বন্ধে। ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদ ধর্ম্ম, ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বে ॥ বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি, শ্রীনন্দনন্দন সুখসার। স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরক ভোগ, সর্ব্বনাশা জনম বিকার ॥ দেহে না করিহ আস্থা, মন্দ রীতে যম শাস্তা, দুঃখের সমুদ্রে কর্ম্ম গতি। দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধু শাস্ত্রমত যজ, যুগল চরণে কর রতি ॥

জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥ রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য দেবে বলে পতি, প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে। নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান, বৃথা তার সে ছার জীবনে ॥ জ্ঞানকর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ, নানামতে হঞা আগেয়ান। তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি, প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ ॥ জগত ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী, মধুর মধুর লীলা কথা। এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম রসিক সেই, তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ॥ পরম নাগর কৃষ্ণ, তাহে হও অতি তৃষ্ণ, ভজ তাঁরে ব্রজভাব লঞা। রসিক ভকত সঙ্গে,বিহর নিরতি রঙ্গে, ব্রজপুরে বসতি করিঞা ॥ অসমর্থ হৈলে পরে, মনেতে ভাবনা করে, নন্দ ব্রজে রহিবে সদাই। এই বাক্য সত্য জান, কভু ইথে নাহি আন, পরমাণ শ্রীজীব গোসাই ॥ শ্রীগুরু ভকত জন, তাঁহার চরণে মন, আরোপিয়া কথা অনুসারে। সখীর সর্ব্বদা মত, হইঞা তাঁহার যুথ, সদা বিহরিব ব্রজপুরে ॥ লীলারস সদা গান, যুগল কিশোর প্রাণ প্রার্থনা করিব অভিলাষে। জীবনে মরণে ভাই, আর কিছু নাহি চাই, কহে দীন নরোত্তম দাসে ॥

আন কথা না শুনিব, আন কথা না কহিব,

সকলি কহিব পরমার্থ। প্রার্থনা করিব সদা, লালসা সে ইষ্ট কথা, ইহা বিনু সকলি অনর্থ॥ ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত, অনন্ত অপার কেবা জানে। ব্রজপুর প্রেম নিত্য, এই সে পরমতত্ত্ব, ভজ সদা অনুরাগ মনে॥ গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, সত্যরূপ সুখস্কন্ধ, পরিবার গোপ গোপী সঙ্গে। নন্দীশ্বর যাঁর ধাম, গিরিধারী তাঁর নাম, সখী সঙ্গে ভজ তাঁরে রঙ্গে॥ প্রেমভক্তি তত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,আর দুর্ব্বাসনা পরিহর। শ্রীগুরু প্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই, প্রেমভক্তি সখী অনুচর॥ সার্থক ভজনপথ, সাধুসঙ্গ অবিরত, স্মরণ ভজন কৃষ্ণকথা। প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনশুদ্ধি, তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা॥ বিষয় বিপত্তি জান,সংসার স্বপন মান, নরতনু ভজনের মূল। অনুরাগে ভজ সদা,প্রেমভাবে লীলা কথা, আর যত হৃদয়ের শূল॥ রাধিকা চরণ রেণু, ভুষণ করিয়া তনু, অনায়াসে পাবে গিরিধারী। রাধিকা চরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,তাঁরে মুঞি যাঁও বলিহারি॥ জয় জয় রাধা নাম, বৃন্দাবন যাঁর ধাম, কৃষ্ণসুখ বিলাসের নিধি। হেন রাধা গুণ গান, না শুনিল মোর কাণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥ তাঁর ভক্তসঙ্গে সদা, রসলীলা প্রেমকথা, যে কহে সে পায় ঘনশ্যাম। ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই, নাহি শুনি যেন তার নাম॥ কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা চরণ পাই,

রাধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র। সংক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা, দুঃখময় অন্য কথা দ্বন্দ ॥ অহঙ্কার অভিমান, অসৎ সঙ্গ অসৎ জ্ঞান, ছাড়ি ভজ গুরু-পাদপদ্ম। কর আত্ম নিবেদন, দেহ গেহ পরিজন, গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব, নিরবধি তাঁরে সেব, প্রেমকল্পতরু বরদাতা। শ্রীব্রজ-রাজনন্দন, রাধিকার প্রাণধন, অপরূপ সেই সব কথা ॥ নবদ্বীপে অবতরি, রাধা ভাব অঙ্গে করি, তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ। তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি, সঙ্গে সব পারিষদগণ ॥ গৌর হরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি, সাধিল মনের তিন কাজ। রাধিকার প্রাণপতি, কিবা ভাবে কাঁদে নিতি, ইহা বুঝে ভকত সমাজ ॥ গোপেতে সাধিলে সিদ্ধি, সাধন নবধাভক্তি, প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা। করি হরি সংকীর্ত্তন, সদাই বিমন মন, ইষ্ট-লাভ বিনু সব বাধা ॥ এ সংসার বাট আরে, কাম পাশে বাঁধি মারে, ফুকারে কহয়ে হরিদাস। করহ ভকত সঙ্গ, প্রেমকথা রসরঙ্গ, তবে হবে বিপদ বিনাশ ॥ স্ত্রীপুত্র বান্ধব যত, মরে যাবে শত শত, আপনাকে হও সাবধান। মুঞি সে বিষয়ে হত, না ভজিনু হরিপদ, মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥ রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ, তাঁর সঙ্গ বিনু সব শূন্য। যদি হয় জন্ম পুনঃ, তাঁর সঙ্গ হয় যেন, এরো-ত্তম তবে হয় ধন্য। আপন ভজন কথা, না কহিবা

যথা তথা, ইহাতে হইও সাবধান। না করিহ কেহ রোষ, না লইও কেহ দোষ, প্রণমহ ভক্তের চরণ ॥ শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ মোরে যে বলান বাণী। তাহা বিনু ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥ লোকনাথ প্রভুপদ হৃদে করি আশ। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত।

পাষণ্ড দলন।

তং শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগৎগুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং ॥
শ্রীগোবিন্দং ঘনশ্যামং পীতাম্বরধরং পরং।
শ্রীনন্দনন্দনং নৌমি শ্রীগোপীজনবল্লভং ॥
শ্রীরামং রেবতীকান্তং প্রেমানন্দ কলেবরং।
রৌহিণেয়ং ভজেদ্দেবং কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়কং ॥
গৌরো গৌড়ং জহৌ ভক্তিভারং সংন্যস্য যৎকরে।
তং বংশীবদনং বন্দে প্রভুং শক্ত্যবতারকং ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ মধুপেভ্যো নমোনমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্‌ভবেৎ ॥

জয় জয় জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যাঁহার কৃপায় জীব হয় ধন্য ধন্য ॥ জয় [illegible] শ্রীগোবিন্দ পূর্ণানন্দ ধাম। জয় বলরাম জয় হরেকৃষ্ণ নাম ॥ জয় প্রভু

নিত্যানন্দ জাহ্নবী জীবন। জয় গৌরপ্রিয় প্রভু শ্রীবংশীবদন॥ জয় জয় কৃষ্ণভক্ত করুণাসাগর। যাঁহাদের গুণ হয় জ্ঞান অগোচর॥ সেই সব ভক্ত-পদ করিয়া বন্দন। মুঞি ক্ষুদ্র হঞা কহি পাষণ্ড দলন॥ শুন শুন ওরে ভাই হঞা একমন। সকল ছাড়িয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ পরম পুরুষ কৃষ্ণ সর্ব্বোপাধি মুক্ত। প্রকৃতির গুণত্রয়ে হইঞা সংযুক্ত॥ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ। হরি ব্রহ্মা হর নাম করেন ধারণ॥ কিন্তু সত্ত্ব মূর্ত্তি সেই শ্রীকৃষ্ণ ভজনে। অবহেলে সুখলাভ হয় জেন মনে॥ ১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সত্ত্বং রজ স্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈর্যুক্তঃ
পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্ব তনোর্নৃণাংস্যুঃ॥ ১॥

ভজনীয় ভগবান নন্দের নন্দন। তাহার প্রমাণ কহি শুন দিয়া মন॥ ব্রহ্মার অর্পিত অর্ঘ্য জল মহামৃত। যাঁর পদনখ হৈতে হইঞা নিঃসৃত॥ শিবের সহিত পৃথ্বী করয়ে উদ্ধার। সেই কৃষ্ণ বিনা কেবা ভগবান আর॥ অতএব নন্দসুতে সদা ভজ ভাই। নন্দসুত কৃষ্ণবিনা ভগবান নাই॥ ২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।

সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নামলোকে ভগবৎ পদার্থঃ ॥ ২ ॥

ভৃগুমুখে কৃষ্ণগুণ করিয়া শ্রবণ। বিস্মিত সংশয়-শূন্য হঞা মুনিগণ॥ অন্য দেব উপাসনা করিয়া বর্জ্জন। সুখ লাগি লইলেন কৃষ্ণের শরণ॥ ৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্ত সংশয়ঃ।
ভূয়াং সংশ্রদ্ধধুর্বিষ্ণুং যতঃ ক্ষেমো যতোঽভয়ং॥ ৩

আগম পুরাণতন্ত্র আদি শাস্ত্রগণ। চরাচর জগ-তের মোহের কারণ॥ কল্পাবধি অন্য দেবে বলিয়া প্রধান। জল্পনা করেন কভু তাহে কিবা আন॥ বেদাদি শাস্ত্রের ভাই তাৎপর্য্য সকলে। আনয়ন কর যদি বিবেচনা স্থলে॥ তাহাতে সিদ্ধান্ত এই হইবে নিশ্চয়। কৃষ্ণ বিনা ভগবান কেহ না আছয়॥ এই শাস্ত্রবাক্যে ভাই যতেক সুধীর। সর্ব্বেশ্বর বলি কৃষ্ণে করিলেন স্থির॥ ৪॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত স্তেতে পুরাণাগমা।
স্তাং তামেবহি দেবতাং পরমিকাংজল্পন্তুকল্পাবধি॥
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সগস্তাগম।
ব্যাপারেষু বিবেচন ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥৪

সূত কহিলেন শুন শুন ঋষিগণ। যত যত অব-তার করিনু কীর্ত্তন॥ তার মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণাংশ

সম্ভূত। আর কেহ কেহ কলারূপে পরিণত ॥ সর্ব্ব-শক্তিপূর্ণ হেতু নন্দসুত হরি। একমাত্র ভগবান জেন দৃঢ় করি ॥ যখন অসুরগণ হইয়া প্রবল। ভুবনব্যাকুল করে প্রকাশিয়া বল ॥ সেইকালে অংশ কলারূপে ভগবান। অবতীর্ণ হঞা করে সর্ব্বলোকে ত্রাণ ॥ ৫

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা শিব আদি যত আছে দেবগণ। তাঁহা-দের প্রতি দ্বেষ না করি কখন ॥ সর্ব্বদেবেশ্বরে-শ্বর নন্দসুত হরি। কায়মনবাক্যে তাঁরে ভজ দৃঢ় করি ॥ ৬ ॥

তথাহি পাদ্মে।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ ৬ ॥

দুই বাহু তুলি মুঞি ত্রিসত্য করিয়া। যাহা বলি-তেছি তাহা শুন মন দিয়া ॥ বেদ হৈতে ভাল-শাস্ত্র কভু দেখি নাই। কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেব কেহ নাই ॥ ৭ ॥

তথাহি নারসিংহে।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং মুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎপরঃ ॥ ৭ ॥

শত্রু মিত্র বিষ পথ্য অধর্ম্ম সুধর্ম্ম। কৃষ্ণ সুপ্রসন্নে হয় কহিলাম মর্ম্ম ॥ আর যার প্রতি কৃষ্ণ বিরূপ থাকয়। তাঁহার সকল ভাই ঘটে বিপর্য্যয় ॥ ৮ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণের নিমিত্ত যদি কোন ভাগ্যবান। কদাচন পাপকার্য্য করে সমাধান ॥ তাঁর সেই পাপ ধর্ম্মমধ্যে গণ্য হয় ॥ শ্রীমুখের আজ্ঞা ইথে নাহিক সংশয় ॥ আর যদি কেহ কৃষ্ণে করি অনাদর। ধর্ম্মকার্য্য করে সদা হইয়া তৎপর ॥ তার সেই ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের মহিমায়। পাপ মধ্যে গণ্য হয় কহিনু তোমায় ॥ ৯ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎ প্রভাবতঃ ॥৯

নিজ মাতা পরিহরি চণ্ডালী পূজনে। যেমন তৎপর হয় মহাপাপী জনে ॥ সেইরূপ মহাপাপী ভবে আছে যেবা। সেই কৃষ্ণ ছাড়ি অন্য দেবে করে সেবা ॥ ১০ ॥

তথাহি স্কান্দে।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥ ১০ ॥

বাসুদেবে পরিত্যাগ করিয়া যে জন। অন্য দেবতার করে অর্চ্চন বন্দন॥ সে মূঢ় অমৃত ত্যাজি বিষ করে পান। শাস্ত্রবাক্য ইথে কভু না ভাবিহ আন॥১১

তথাহি পদ্মপুরাণে।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষং॥১১

মায়ার কিঙ্কর হঞা ভবে যেই জন। বিষ্ণুকে ছাড়িয়া করে অন্য দেবার্চ্চন॥ সেইজন স্বর্ণরাশি করি পরিহার। পাংশুরাশি লৈতে ইচ্ছা করে অনিবার॥১২

তথাহি মহাভারতে।

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্য মুপাসতে।
স হেমরাশি মুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥ ১২॥

বিষ্ণুকে অবজ্ঞা করি যেই মূর্খজন। অন্য দেবতার করে আশ্রয় গ্রহণ॥ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেই ছাড়ি গঙ্গাজল। মৃগতৃষ্ণা প্রতি ধায় হইয়া বিকল॥১৩

তথাহি মহাভারতে।

অনাদৃত্যতু যো বিষ্ণুমন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ।
গঙ্গাম্ভসঃ স তৃষ্ণার্ত্তো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি॥ ১৩॥

অবিদ্যার দাস হঞা যেই দুরমতি। বিষ্ণুর অপেক্ষা হীন দেবের সংহতি॥ বিষ্ণুর সমতা বলে সেইত চণ্ডাল। প্রকৃত চণ্ডাল কভু নহেত চণ্ডাল॥১৪

তথাহি পঞ্চরাত্রে।

যো মোহাদ্বিষ্ণু মন্যেন হীনদেবেন দুর্ম্মতিঃ।
সাধারণং সকৃদ্বক্তে সোঽন্ত্যজো নান্ত্যজোঽন্ত্যজঃ॥১৪

যে সকল জড়বুদ্ধি বিষ্ণুভগবানে। অন্যান্য দেবের সহ করে তুল্যজ্ঞানে॥ তাহারা একাগ্রমন যদ্যপি করয়। তথাপি কৃষ্ণের নিষ্ঠাভক্তি না লভয়॥ ১৫॥

তথাহি বৈষ্ণব তন্ত্রে।

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাগ্র মনসশ্চাপি বিষ্ণু সামান্য দর্শিনঃ॥ ১৫॥

দ্বিজগণে সম্বোধিয়া কহেন শঙ্কর। আপনারা সত্বগুণ নিষ্ঠ নিরন্তর॥ অতএব সদা কর কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণমন্ত্র জপ কর কৃষ্ণের স্মরণ॥ ১৬॥

তথাহি শ্রীহরিবংশে।

হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্ব সংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাত কেশবং॥ ১৬॥

বিপ্রগণে লক্ষ্য করি কহেন পার্ব্বতী। হায় হায় বড় দুঃখ হতেছে সম্প্রতি॥ সর্ব্বসুখদাতা আর সবার ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমানে যতেক বর্ব্বর॥ সংসারেতে দুঃখভোগ করে সর্ব্বক্ষণ। মায়ার প্রভাব একি করি দরশন॥ যাঁর অন্বেষণ লাগি দিগম্বর হঞা। জটা ভস্ম ধরি শিব বেড়ান ভ্রমিয়া॥ সেই রাধাকান্ত কৃষ্ণ হইতে প্রধান। কে আছে দেবতা আর না জানি সন্ধান॥ ১৭॥

তথাহি শ্রীহরিবংশে।

অহো বত মহৎ কষ্টং সমস্ত সুখদে হরৌ।
বিদ্যমানেপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ॥
যমুদ্দিশ্য সদারাধ্যো মহেশোপি দিগম্বঃ।

জটাভস্মানুলিপ্তাঙ্গ স্তপস্বী বীক্ষ্যতে জনৈঃ।
ততোঽধিকোঽস্তি কো দেবোলক্ষ্মীকান্তাম্মধুদ্বিষঃ॥১৭

দম তপ সত্য ধর্ম্ম অমাৎসর্য্য যাগ। ধৃতি শ্রুতি ক্ষমা লজ্জা দান দ্বেষ ত্যাগ॥ এইবার গুণে বিপ্রহইয়া শোভন। কৃষ্ণপাদপদ্ম যদি, না করে ভজন॥ তবে সেই বিপ্রাপেক্ষা একান্ত ভকত। চণ্ডাল পরমশ্রেষ্ঠ জানিহ সতত॥ সেই সে করিতে পারে সর্ব্বকুলোদ্ধার। ওহে ভাই এই বাক্য জেন সারাৎসার॥ গর্ব্বপূর্ণ বিপ্র নারে স্বদেহ শোধিতে। কুল উদ্ধারের কথা রহুক দূরেতে॥ ভকতি হীনের গুণ দম্ভের কারণ। অতএব সর্ব্বকাল শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ॥ ১৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচম্বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত মনোবচনে হিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন ত ভুরিমানঃ॥ ১৮

নিত্য সুখ পুরুষার্থ লভিতে মনন। যাহার আছয়ে তার সদা সর্ব্বক্ষণ॥ হরির স্মরণ আর শ্রবণ কীর্ত্তন। অর্চ্চনাদি করা চাত্রি করিয়া যতন॥ যে হেতু সবার আত্মা ঈশ্বর শ্রীহরি। শুকের বচন ইহা জান সত্য করি॥ ১৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ং॥ ১৯

সর্ব্বদা হরিকে ভাই করিবে স্মরণ। বারেক নাহিক তাঁরে হবে বিস্মরণ ॥ শাস্ত্রেতে নিষেধ বিধি যতেক আছয়। সে সব উহার দাস জানিহ নিশ্চয়॥২০

তথাহি পদ্মপুরাণে।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি নিষেধাঃ স্যু রেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥২০

পুরুষের মুখ বাহু ঊরু পদ হৈতে। গুণত্রয় দ্বারা চারি আশ্রম সহিতে॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি। ক্রমে ক্রমে জন্মিয়াছে কহিনু বিস্তারি॥ ভিন্ন ভিন্ন হয় সব উহাদের ধর্ম্ম। তোমার নিকটে এই কহিলাম মর্ম্ম॥ সেই একমাত্র কৃষ্ণ পুরুষ হইতে। সবার হঞাছে জন্ম জানিহ নিশ্চিতে॥ অতএব কৃষ্ণ প্রভু পিতা সবাকার। এই বাক্য খণ্ডিবারে নাহি সাধ্য কার॥ পিতা প্রভু হেতু কৃষ্ণে যারা নাহি ভজে। রৌরবে পড়িয়া তারা চিরকাল মজে॥ পুরুষ শবদে আত্মা পুরাণে কহয়। সেই আত্মা কৃষ্ণ-চন্দ্র জানিহ নিশ্চয়॥ অজ্ঞানে হইঞা অন্ধ রহে যেই জন। সেই পাপী নাহি করে কৃষ্ণের ভজন ॥২১

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাগুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
যএষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম প্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্য বজানন্তি স্থানাদভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ২১

কৃষ্ণচন্দ্রে স্তুতি করি কহে দেবগণ। নিবেদন করি শুন কমললোচন॥ যারা তব পাদপদ্ম করি অনাদর। অপনাদিগকে মুক্ত ভাবে নিরন্তর॥ তব পদে ভকতির অভাব কারণ। তাহাদের শুদ্ধাবুদ্ধি নহে কদাচন॥ বহু জনমের পুণ্যে সেই সব জন। মোক্ষপদ সন্নিহিত যদি কভু হন॥ তথাপি তাহারা বিঘ্নে হঞা অভিভূত। অধোদেশে পড়ে ইহা কহিনু নিশ্চিত॥ তব পদে ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি হয়। বেদাদি সকলে ইহা ফুকারিয়া কয়॥ ২২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত মানিন
স্ত্বয্যস্ত ভাবাদ বিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ২২॥

সেই সে পরমধর্ম্ম পুরুষের হয়। কৃষ্ণপদে অহৈতুকী ভক্তি সুনিশ্চয়॥ যাহাতে হয়েন আত্মা সদা পরসন্ন। হেন কৃষ্ণভক্তি ছাড়ি নাহি লও অন্য॥২৩

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম যতোভক্তি রধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ ২৩॥

কৃষ্ণে স্তব করি কহে গান্ধিনীনন্দন। ওহে প্রভু আর এক করুন শ্রবণ॥ আপনি অত্যন্ত ভক্তপ্রিয় সত্যশীল। হিতকারী দয়াবান কৃতজ্ঞসুশীল॥ অতএব সব ছাড়ি বুদ্ধিমান জন। আপনার পাদপদ্মে

লয়েন শরণ ।। আপনি করেন পূর্ণ স্বদাসের কাম। সেহ বেশী নহে আত্মাবধি কর দান ।। আপনার উপচয় আর অপচয়। কভু নাহি দেখি নাথ কহিনু নিশ্চয় ।। এই সব শাস্ত্র দৃষ্টে কহিলাম ভাই। সকল ছাড়িয়া ভজ দয়াল কানাই ।২৪।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং
সমীয়াদ্ভক্ত প্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ।। ২৪ ।।

শ্রীকৃষ্ণ কেমন দয়াময় তাহা শুন। তোমার নিকটে আমি বলি পুনঃ পুনঃ ।। অসাধ্বী পুতনা কৃষ্ণে নাশিবার তরে। বিষ মাখাইয়া নিজ স্তনের উপরে। কৃষ্ণচন্দ্রে সেই স্তন পান করাইল। তাহাতে পূতনা ধাত্রী গতি লাভ কৈল ।। কৃষ্ণ তার ভক্তবেশ করিয়া দর্শন। ধাত্রীর সদৃশ গতি কৈলেন অর্পণ ।। অতএব কৃষ্ণাপেক্ষা দয়ালু বা কেবা। যে তাঁর শরণ লঞা সদা করে সেবা ।। দয়ালের শিরোমণি নন্দের নন্দন। উদ্ধবের বাক্য এই ব্যাসের লিখন ।। ২৫ ।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অহো বকীয়ং স্তন কালকূটং জিঘাংসয়া
পায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং
ততোঽন্যং কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ।। ২৫ ।।

পরম পবিত্র ভাই শ্রীকৃষ্ণের যশঃ। যাহার শ্রবণে হয় হৃদয় সরস ॥ এ হেন কৃষ্ণের পদপল্লব প্লবনে। সাধুরা করেছে সদা আশ্রয় গ্রহণে ॥ সে পদপল্লব প্লব আশ্রয় মাত্রেতে। সংসারসাগর পার হবে নির্ভয়েতে ॥ আশ্রয় প্রভাবে ভাই সংসারসাগর। বৎসপদ তুল্য হয় জানি নিরন্তর ॥ আর সেই কৃষ্ণপদ পল্লব প্লবন। আশ্রয়েতে লাভ হয় বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ তথা হৈতে কোনকালে না হয় পতন। তব সন্নিধানে সব করিনু কীর্ত্তন ॥ অতএব সব ছাড়ি ভজ কৃষ্ণপদ। পরম আনন্দ পাবে হবে নিরাপদ ॥ যাহারা লঞাছে কৃষ্ণচরণে শরণ। বিঘ্নের মাথায় তারা করি পদার্পণ ॥ নির্ভয়েতে জগমাঝে ভ্রমিয়া বেড়ান। সত্য সত্য এই বাক্য না ভাবিহ আন ॥ এই সব শাস্ত্রবাক্যে যার মিথ্যা জ্ঞান। সে পাষণ্ড মিছা কেন রাখয়ে পরাণ ॥ ২৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সমাশ্রিতা যে পদপল্লব প্লবং মহৎপদং পুণ্য যশো মুরারেঃ। ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাং ॥ তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্‌ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ সৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপ মূর্দ্ধসুপ্রভো ॥ ২৬ ॥

অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ করিয়া যতন। ওহে সখা গুহ্যকথা করহ শ্রবণ ॥ আশ্রমবিহিত ধর্ম্ম করি

পরিহার। অন্যান্য ভাবেতে লহ শরণ আমার॥ তাহা হৈলে সর্ব্বপাপ হইতে মোচন। করিব তোমায় আমি কুন্তীর নন্দন॥ অতএব সর্ব্ব ধর্ম্ম দূরে পরিহরি। একনিষ্ঠ হঞা ভাই ভজ ভজ হরি॥ ২৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং।

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥২৭

আর কহি শুন ভাই হঞা একমন। সর্ব্ব ধর্ম্ম একবারে করিয়া বর্জ্জন॥ শরণাগত পালক কৃষ্ণের শরণ। একান্ত ভাবেতে যিনি করেন গ্রহণ॥ তিনি আর দেব ঋষি ভুত পিতৃ নর। ঋণে কভু নহে ঋণী জেন নিরন্তর॥ অতএব লাজ ভয় করি পরিহার। অনন্য ভাবেতে ভজ নন্দের কুমার॥ কৃষ্ণচন্দ্র যার প্রতি হন পরসন্ন। কার সাধ্য করে ভাই তারে অবসন্ন॥ হেন কৃষ্ণচন্দ্রে যেবা নাহিক ভজয়। বড়ই দুর্ব্বুদ্ধি তার কহিনু নিশ্চয়॥ ২৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

দেবর্ষি ভুতাপ্ত নৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো
নায় মৃনীচ রাজন্। সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং
শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥ ২৮॥

একমাত্র ভজনীয় নন্দের নন্দন। তব সন্নিধানে তাহা করিনু কীর্ত্তন॥ এবে কহি শুন ভাই অধিকারী কথা। যে কথা শ্রবণে ঘুচে অন্তরের ব্যথা॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হয় সবে অধিকারী। কিবা বিপ্র

কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী ॥ ভুক্তি মুক্তি স্পৃহাশূন্য শ্রদ্ধাবান জন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতে অধিকারী সদা হন ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি বিচার। কৃষ্ণ-ভক্তি নাহি করে কহি বার বার ॥ মাঘ স্নান প্রসঙ্গেতে দিলীপ রাজারে। কহেন বশিষ্ঠদেব করিয়া বিস্তারে ॥ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতে যৈছে সবে অধিকারী। তৈছে মাঘ স্নানে ইহা কহিনু বিচারি ॥ ২৯ ॥

তথাহি পাদ্মে।

সর্ব্বেঽধিকারিণোহ্যত্র হরিভক্তৌ যথা নৃপ ॥ ২৯ ॥

ময়ূরধ্বজ দেশেতে নীচ শূদ্রগণ। শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রেতে দীক্ষা করিয়া গ্রহণ ॥ শঙ্খ চক্র আদি চিহ্ন ধারণ করিয়া। যাজ্ঞিকের ন্যায় রহে শোভিত হইয়া ॥৩০

তথাহি কাশীখণ্ডে।

অন্ত্যজা অপিতদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীংদীক্ষাং দীক্ষিতাইব সংবভুঃ ॥৩০

ওহে ভাই যাঁহাদের গোবিন্দ ভক্তিতে। অধি-কার হইয়াছে জানিবে নিশ্চিতে ॥ তাঁহাদের জাতি ব্যাখ্যা করিবে বর্জ্জন। সকল শাস্ত্রেতে ইহা ফুকারিয়া কন ॥ শূদ্র বা ধীবর কিম্বা চণ্ডাল অধম। যদ্যপি একান্তে ভজে গোবিন্দ-চরণ ॥ তাঁহারে সামান্যরূপে কভু না হেরিবে। কৃষ্ণভক্ত বলি তাঁরে বন্দনা করিবে ॥ কৃষ্ণভক্তে নীচজ্ঞানে যে করে দর্শন। নিশ্চয় তাহার হয় নরকে পতন ॥ ৩১

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত ইতিহাস সমুচ্চয়ে।

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যং স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥৩১

কৃষ্ণ কন চারিবেদী ব্রাহ্মণ কুমার। যদ্যপি নাহিক হন ভকত আমার॥ তিনিও আমার প্রিয় হইতে না পারে। সত্য সত্য সত্য ইহা কহি বারে-বারে॥ চণ্ডাল যদ্যপি হয় আমার ভকত। সেহ মোর বড় প্রিয় জানিহ সতত॥ তাহারে করিবে দান লবে তাঁর ঠাঁই। মোর তুল্য পূজ্য সেহ ভুবনে সদাই॥ ৩২॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত শ্রীভগবদ্বাক্যং।

নমে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈদেয়ং ততোগ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথাহ্যহং॥ ৩২

সধবা কি পতিহীনা যেবা কোন নারী। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভজে দৃঢ়াভক্তি করি॥ সে নারী নিজের শত এক কুলোদ্ধারে। ব্রাহ্মণ বচন ইহা কহিনু তোমারে॥ ৩৩॥

তথাহি ইতিহাস সমুচ্চয়ে।

সভর্ত্তৃকা বা বিধবা বিষ্ণুভক্তিং করোতি যা।
সমুদ্ধরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তরং শতং॥ ৩৩॥

গোবিন্দের প্রতি সদা ভক্তি করে যারা। বর্ণ সঙ্কর হইলেও পূত তারা॥ আর যারা কৃষ্ণপদে ভক্তি না করয়। কুলীন হলেও তাঁরা ম্লেচ্ছ তুল্য হয়॥ ৩৪॥

তথাহি শ্রীদ্বারকামাহাত্ম্যে।

সংকীর্ণ যোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥৩৪

হরিভক্তিশূন্য জন চণ্ডাল নিশ্চয়। হরিভক্ত চণ্ডাল সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৩৫ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

বিষ্ণুভক্তি বিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তি-পরায়ণাঃ ॥৩৫॥

শূদ্র কভু নহে ভাই কৃষ্ণভক্তগণ। ভাগবত বলি হয় তাঁদের গণন ॥ যারা কৃষ্ণপদে ভক্তি নাহি করে ভাই। সকল বর্ণের মধ্যে শূদ্র তাহারাই ॥ ৩৬ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তেতু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ব বর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেবকীনন্দন। ওহে সখা আর এক করহ শ্রবণ ॥ অন্য দেবে রতি ছাড়ি দুরাচার জন। যদি করে মনোবাক্যে আমার ভজন॥ তাহার নিশ্চয় বুদ্ধি জানিবে নিশ্চয়। আর সেহ মহা সাধু বলি মান্য হয় ॥ নীচ জাতি আর নারী বৈশ্য শূদ্রগণ। যদি লয় মোর পদে একান্তে শরণ। সেহ সবে শ্রেষ্ঠ গতি পাইবে নিশ্চয়। ভক্ত বিপ্র ক্ষত্রিয়ের কথা কি আছয় ॥ ৩৭ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তিপরাং গতিং ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয় স্তথা ॥ ৩৭

হরিভক্তিযুক্ত হরিনাম-পরায়ণ। দুর্ব্বৃত্তি সদ্বৃত্তিশালী তাঁরা যদি হন ॥ তথাপি তাঁদের করি নিত্য নমস্কার। সভামাঝে সূত হহা বলে বার বার ॥৩৮

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

হরিভক্তি পরা যে চ হরিনাম-পরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যংনমোনমঃ ॥৩৮

চণ্ডাল যদ্যপি ভাই কৃষ্ণভক্ত হয়। ভক্তিহীন বিপ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে নিশ্চয় ॥ যতি যদি হয় কৃষ্ণভক্তি বিরহিত। চণ্ডাল অপেক্ষা নীচ জানিহ নিশ্চিত ॥ ৩৯ ॥

তথাহি নারদীয়ে।

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥ ৩৯

শ্রীকৃষ্ণভক্তের এবে বিশেষ লক্ষণ। তোমার নিকটে কহি করহ শ্রবণ ॥ যিনি কৃষ্ণ স্মৃতি হেতু দেহের জনম। মৃত্যু ক্ষুধা ভয় তৃষ্ণা আদির কারণ ॥ সংসার ধর্ম্মেতে নাহি হন বিমোহিত। তিনি ভাগবত শ্রেষ্ঠ জানিহ নিশ্চিত ॥ ৪০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মনো ধিয়াং যো জন্মাপ্যয়

ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছেঃ। সংসার ধর্ম্মৈরবিমুহ্য-
মানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবত প্রধানঃ ॥ ৪০ ॥

ত্রৈলোক্যাধিপত্য লাভ হৈলে উপস্থিত। ইন্দ্রাদি দেবের অন্বেষিত আরাধিত ॥ গোবিন্দ পদারবিন্দ হৈতে যাঁর মন। লব নিমিষার্দ্ধ নাহি করয়ে গমন ॥ গোবিন্দ পদারবিন্দে করে সার জ্ঞান। তাহাকে জানিহ ভাই বৈষ্ণব প্রধান ॥ ৪১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ত্রিভুবন বিভব হেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতি রজি-
তাত্ম সুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ ॥ ন চলতি
ভগবৎ পদারবিন্দাল্লব নিমিষার্দ্ধমপি স
বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ৪১ ॥

এ হেন বৈষ্ণবে ভাই করিতে ভজন। অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেবকী-নন্দন ॥ অন্য দেবতার পার্থ ছাড়িয়া পূজন। সর্বদা করহ তুমি বৈষ্ণব ভজন ॥ বৈষ্ণব সকল সর্ব দেবের সহিত। করেন পবিত্র পৃথ্বী জানিহ নিশ্চিত ॥ ৪২ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজ স্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্বদেবমিদং জগৎ ॥ ৪২ ॥

যাঁহার আছয়ে কৃষ্ণে নিষ্কামা ভকতি। দেবগণ বৈরাগ্যাদি সদ্গুণ সংহতি ॥ বশীভূত হঞা তাঁর শরীরের মাঝ। ওহে ভাই সদাকাল করেন বিরাজ ॥

কৃষ্ণভক্তি বিহীনের মহদ্ গুণ নাই। বিষয় সুখেতে তিঁহ ধাবিত সদাই ॥ ৪৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য কিঞ্চনা সর্ব্বগুণৈ-
স্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো
মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৪৩

ভগবান্ কহিলেন শুনহ অর্জ্জুন। যে স্থানে গমন করে মম ভক্তগণ ॥ বৈষ্ণব ত্যজিয়া আমি যাই সেইস্থানে। নিশ্চয় কহিনু ইহা তব সন্নিধানে ॥ বেদের সহিত সখা ভুক্তি মুক্তিগণ। আমার ভক্তের পাছু করেন গমন ॥ ৪৪ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ ॥ ৪৪

যথায় থাকেন ভাই হরিভক্তজন। ব্রহ্মা হরি শিব আর দেব সিদ্ধগণ ॥ তথায় তৎকাল জানি করেন বিরাজ। আর এক কথা এবে কহি তত্ত্ব মাঝ ॥ নিমিষ বা নিমিষার্দ্ধকাল সেইস্থানে। হরিভক্তগণ সুখে করে অবস্থানে ॥ সেইস্থানে সর্ব্বশ্রেয়ঃ তৎকাল থাকয়। আর সেইস্থান তীর্থ তপোবন হয় ॥ ৪৫ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

হরিভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ।
তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চ নিত্যং তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ ॥

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ।
তত্রৈব সর্ব্বশ্রেয়াংসি তত্তীর্থং তত্তপোবনং ॥ ৪৫ ॥

যাঁহারা বিষ্ণুর প্রতি একান্তানুরক্ত। লোকানুগ্রহেতে রত শান্ত দয়াযুক্ত ॥ তাঁহারা বিষ্ণুর তুল্য জানিবে নিশ্চয়। শাস্ত্র বাক্য ইথে কিছু নাহিক সংশয় ॥ ৪৬ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

যে বিষ্ণু নিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহ তৎপরাঃ।
সর্ব্বভূত দয়াযুক্তা বিষ্ণুরূপা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

আর এক কথা ভাই করহ শ্রবণ। অদ্যাপি শঙ্কর ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥ বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ জনের প্রভাবে। জানিতে সমর্থ নাহি হন স্ব স্বভাবে ॥ ৪৭

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

অদ্যাপি চ মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাদ্যা অপি দেবতাঃ।
প্রভাবং ন বিজানন্তি বিষ্ণুভক্তি রতাত্মনাং ॥ ৪৭

সহস্র যাজ্ঞিক হৈতে জানিহ নিশ্চয়। সকল বেদান্তবেত্তা জনশ্রেষ্ঠ হয় ॥ সকল বেদান্তবেত্তা কোটি জন হৈতে। এক বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ জানিহ নিশ্চিতে ॥ দশশত বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব হইতে। একান্ত বৈষ্ণব এক শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চিতে ॥ যাঁহারা একান্তভক্ত তাঁহারা শোভন। কৃষ্ণের পরমপদপ্রাপ্ত জানিহন ॥৪৮

তথাহি গারুড়ে।

সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্ত পারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যাদ্বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥

বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন শুন কেশি নিসূদন। তোমার একান্ত ভক্ত হন যেই জন ॥ সকল ধর্ম্মের কর্ত্তা সেই মহাশয়। তব সন্নিধানে ইহা কহিনু নিশ্চয় ॥ হে অচ্যুত আর যেবা তোমার অভক্ত। সে সর্ব্বপাপের কর্ত্তা জানি যে সতত ॥ তব ভক্তগণ যদি করেন অধর্ম্ম। তথাপি সে ধর্ম্ম হয় কহিলাম মর্ম্ম ॥ তোমাতে অভক্ত যদি করে ধর্ম্মাচার। অধর্ম্ম বলিয়া তাহা জানি অনিবার ॥ ৪৯ ॥

তথাহি স্কান্দে রেবাখণ্ডে।

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তোযস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥
ধর্ম্মভবত্য ধর্ম্মোঽপি কৃতোভক্তৈ স্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তিঃকৃতোহরে ॥৪৯

যথায় মাৎসর্য্য দ্বেষ লোভাদি রহিত। গোবিন্দের ভক্তগণ করে অবস্থিত ॥ তথায় থাকেন প্রভু নন্দের নন্দন। ইহাতে সংশয় নাহি কর কদাচন ॥ যেস্থানে নির্ম্মল চিত্ত কৃষ্ণভক্তগণ। অবস্থিতি নাহি ভাই করেন কখন ॥ সেইস্থানে উপহার উপবাস গান। নৃত্য আদি দ্বারা হৈলে নিত্যারাধ্য মান ॥ তথাপি সে স্থানে হরি তৃপ্ত নাহি হন। এ বাক্যে সন্দেহ তুমি না কর কখন ॥ ৫০ ॥

তথাহি ইতিহাস সমুচ্চয়ে।

যত্র রাগাদি রহিতা বাসুদেব-পরায়ণাঃ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণু র্নৃপতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
বলিভিশ্চোপবাসৈশ্চ নৃত্যগীতাদিভিস্তথা।
নিত্যমারাধ্য মানোঽপি তত্র বিষ্ণুর্নতৃপ্যতি ॥ ৫০

নিষ্পাপ উদার কৃষ্ণ নিষ্ঠ অকিঞ্চন। দয়াময় মহাভাগ বৈষ্ণবেরগণ ॥ ভ্রমিয়া সকল লোক করেন পবিত্র। এহেতু বৈষ্ণবগণ হন মহাতীর্থ ॥ ৫১ ॥

তথাহি ইতিহাস সমুচ্চয়ে।

তস্মাদেতে মহাভাগা বৈষ্ণবা বীত কল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলাল্লোঁকাং স্তত্তীর্থমধিকং ততঃ ॥ ৫১

সাধুগণ নিজাশ্রম হইতে অন্যত্র। কদাপি না যান নিজ স্বার্থের নিমিত্ত ॥ দীন চিত্ত গৃহস্থের কল্যাণের তরে। নিজগুণে কৃপা করি যান তার ঘরে ॥ ৫২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ ॥ ৫২

নারায়ণ-পরায়ণ বৈষ্ণবেরগণ। পাপকার্য্যে লিপ্ত নাহি হন কদাচন ॥ ভাস্করের ন্যায় তাঁরা হইয়া উদিত। সকল লোকেরে তাই করেন পবিত্র ॥ ৫৩

তথাহি ইতিহাস সমুচ্চয়ে।

লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বিষ্ণুতৎপরাঃ।
পুনন্তি সকলাল্লোঁকান্ সহস্রাংশু রিবোদিতঃ ॥৫৩

সহস্র জন্মের মধ্যে প্রমাদ বশতঃ। কখন বৈষ্ণব যদি করেন পাতক॥ তথাপি তাহাতে তিনি লিপ্ত নাহি হন। এই কথা ব্যাসদেব ফুকারিয়া কন॥ তাঁহার দর্শনমাত্রে অন্য সবাকার। পাপরাশি ভস্ম হয় জানি অনিবার॥ ৫৪॥

তথাহি ইতিহাস সমুচ্চয়ে।

জন্মান্তর সহস্রেষু বিষ্ণুভক্তো ন লিপ্যতে।
যস্য সন্দর্শনাদেব ভস্মীভবতি পাতকং॥ ৫৪॥

কৃষ্ণেতে অনন্যভক্তি হঞাছে যাঁহার। বাহে দুরাচার কার্য্য যদি থাকে তাঁর॥ তথাপি অন্তরগত ভক্তির জ্যোতিতে। সদা শোভা পান তিনি কহিনু নিশ্চিতে॥ যেমন যামিনীনাথ হঞা কলঙ্কিত। তিমিরের কাছে নাহি হন পরাজিত॥ ৫৫॥

তথাহি শ্রীনারসিংহে।

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোপি
বিরাজতে মনুষ্যঃ। নহি শশ কলুষচ্ছবিঃ
কদাচিত্তিমির পরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥ ৫৫

লোকরক্ষা বিশারদ হরিভক্তগণ। হৃদিস্থ হরির আজ্ঞাক্রমে অনুক্ষণ॥ আনন্দে সংসার মাঝে ভ্রমিয়া বেড়ান। নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা জেন মতিমান॥ ৫৬

তথাহি স্কান্দে রেবাখণ্ডে।

নূনং ভাগবতালোকে লোকরক্ষা বিশারদাঃ।
ব্রজন্তি বিষ্ণুনাদিষ্টা হৃদিস্থেন মহামুনে॥ ৫৬

জীব সকলের প্রতি করুণা করিয়া। নিজভক্ত

রূপ হরি স্বেচ্ছায় ধরিয়া ।। জীবের রক্ষার লাগি ভুবন ভিতর। ভ্রমিয়া বেড়ান ভাই জানি নিরন্তর ।। ৫৭ ।।

তথাহি স্কান্দে রেবাখণ্ডে।

ভগবানেব সর্ব্বত্র ভূতানাং কৃপয়া হরিঃ।
রক্ষণায় চরল্লোঁকান্ ভক্তরূপেণ নারদ ।। ৫৭ ।।

মার্কণ্ডেয় প্রতি কহিলেন ভগবান। ওহে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ বলি কর অবধান।। আমি সদা সর্ব্বক্ষণ প্রচ্ছন্ন শরীরে। ভক্তরূপে নিত্য রাখি সকল লোকেরে।।৫৮

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা ।। ৫৮

দর্শন স্পর্শন সহবাস আলাপন। এই সকলের দ্বারা কৃষ্ণভক্তগণ ।। ক্ষণকালমধ্যে সাক্ষাৎ চণ্ডাল অধমে। পবিত্র করেন ইহা জেন মনে মনে ।। ৫৯ ।।

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

দর্শনস্পর্শনালাপ সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশং ।।৫৯

নিজ কুলাচার যেহ করেছে বর্জ্জন। আর মহা-পাতকেতে লিপ্ত অনুক্ষণ।। সেহ যদি লয় কৃষ্ণভক্তের আশ্রয়। তাহা হৈলে কভু তার যন্ত্রণা না হয় ।। ৬০

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

ত্যক্ত সর্ব্ব কুলাচারো মহাপাতকবানপি।
বিষ্ণোর্ভক্তং সমাশ্রিত্য নরো নার্হতি যাতনাং ।।৬০

যেই মরুদেশে হরিতত্ত্বজ্ঞ সুধীর। সফল শীতল ছায়াযুক্ত দয়াবীর ॥ সজ্জন পাদপ নাই সে দেশেতে ভাই। ক্ষণমাত্র না রহিবে কহিনু ইহাই ॥ ৬১ ॥

তথাহি বাশিষ্ঠে।

যস্মিন্‌দেশে মরৌ তজ্‌জ্ঞ নাস্তি সজ্জন পাদপঃ।
সফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র দিবসং বসেৎ ॥ ৬১

সাধুগণ সন্নিধানে সদা সর্ব্বক্ষণ। গমন করিবে নিজ মঙ্গল কারণ ॥ যদি তাঁরা কিছু নাহি দেন উপদেশ। তথাপি তথায় সুখ পাইবে বিশেষ ॥ পরস্পর মিলি স্বচ্ছন্দেতে সাধুগণ। করিবেন যাহা যাহা কথোপকথন ॥ তাঁহাদের উপদেশ তাহাই যে হয়। বশিষ্ঠের বাক্য ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ ৬২ ॥

তথাহি বাশিষ্ঠে।

সদা সন্তোঽভি গন্তব্যা যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈরকথা স্তেষামুপদেশা ভবন্তি তে ॥ ৬২

সাধু দর্শনের ফল করহ শ্রবণ। যাহার শ্রবণে হয় বন্ধন মোচন ॥ সর্ব্বত্র সমান চিত্ত স্বধর্ম্মানুরক্ত। কৃষ্ণেতে অর্পিত আত্মা বিষয়ে বিরক্ত ॥ রবির দর্শনে যৈছে আঁখির বন্ধন। কদাপি নাহিক হয় যেন সর্ব্বক্ষণ ॥ সেইরূপ সাধু সকলের দরশনে। জীবের সকল বন্ধ হয় বিমোচনে ॥ ৬৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সাধুনাং সমচিত্তানাং সুতরাং সৎকৃতাত্মনাং।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥ ৬৩

জলময় স্থান ভাই তীর্থ নাহি হয়। মৃত্তিকা পাষাণময়ী মূর্ত্তি দেব নয়॥ তাঁহারা করেন বহুকালে শুদ্ধমন। দর্শনমাত্রেতে শুদ্ধ করে সাধুগণ॥ ৬৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ৬৪॥

সাধু সেবনের ফল কর অবধান। যাহার শ্রবণে ভাই নাশয়ে অজ্ঞান॥ অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র তারা পৃথ্বী জলাকাশ। বায়ু বাক্য মন আর জানিহ নির্যাস॥ ইহাঁরা হইলে ভেদ বুদ্ধিতে পূজিত। অজ্ঞান নাশিতে নাহি পারে কদাচিত॥ মুহূর্ত্তেক মাত্র সাধু করিলে সেবন। সকল অজ্ঞান নাশ হয় সেইক্ষণ॥ ৬৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নাগ্নির্নসূর্য্যো ন চ চন্দ্র তারকাঃ ন ভূর্জ্জলং
খং শ্বসনোঽথবাঙ্মনঃ। উপাসিতা ভেদকৃতো
হরন্ত্যঘং বিপশ্চিতোঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া॥ ৬৫॥

একান্ত মনেতে বহ্নি করিলে সেবন। শীত ভয় অন্ধকার না থাকে কখন॥ সেইরূপ সদা সাধু সংসেবি জনার। কখন কোনও ভয় নাহি রহে আর॥ ৬৬॥

তথাহি পাদ্মে।

যথা প্রপদ্য মানস্য ভগবন্তং বিভাবসুং।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতঃ সদা॥৬৬

বৈষ্ণব দর্শনমাত্রে মানব সবার। অপযশ নাশ হয় কহি বার বার॥ আর বুদ্ধি নিরমল হয় সেই ক্ষণ। তাহার প্রতিষ্ঠা করে সকল ভুবন॥ ৬৭॥

তথাহি পাদ্মে।

বিনাশয়ত্যপযশো বুদ্ধিং বিষদয়ত্যপি।
প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রায়ো নৃণাং বৈষ্ণবদর্শনং॥ ৬৭

বৈষ্ণব সঙ্গের কথা করহ শ্রবণ। যে কথা শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন॥ বৈষ্ণব সঙ্গমে হয় পাপ নিবারণ। সর্ব্ব সুমঙ্গল ভাই হয় সংযোজন॥ যশোরাশি সুবিস্তার চারিদিকে হয়। বৈষ্ণব সঙ্গের ফল এই সুনিশ্চয়॥ ৬৮॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

অপাকরোতি দুরিতং শ্রেয়ঃ সংযোজয়ত্যপি।
যশো বিস্তারয়ত্যাশু নৃণাং বৈষ্ণব সঙ্গমঃ॥ ৬৮

পরম উজ্জ্বলা সাধু সঙ্গতি গঙ্গায়। স্নান করিলেন ভবে যেই মহাশয়॥ তাঁহার তপস্যা দান তীর্থ যজ্ঞে ভাই। কিছুতেই প্রয়োজন দেখিতে না পাই॥ ৬৯॥

তথাহি পাদ্মে।

যঃ স্নাতঃ শান্তিসিতয়া সাধু সঙ্গতি গঙ্গয়া।
কিন্তস্যদানৈঃ কিংতীর্থৈঃ কিন্তপোভিকিমধ্বরৈঃ॥৬৯

শ্রীঅচ্যুতে কহিলেন রাজা মুচকুন্দ। আপনার অনুগ্রহে যখন মুকুন্দ॥ সংসার জন্মার হয় এ সংসার ক্ষয়। তখনি তাহার সাধু সহ সঙ্গ হয়॥ সাধু

সঙ্গ হবামাত্র সাধুদের গতি। গোপী লক্ষ্মীপতি আপনায় হয় মতি॥ ৭০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্য-
চ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব
সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতি॥ ৭০ ॥

নয়ন সফল হয় ভক্ত দরশনে। দেহের সার্থক হয় ভক্ত পরশনে॥ রসনার ফল জানি ভক্তের কীর্ত্তন। এ হেতু সংসারে সুদুর্ল্লভ ভক্তগণ॥ ৭১॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে।

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনং হি তন্বাঃ ফলং
ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ। জিহ্বাফলং ত্বাদশকীর্ত্তনং
হি সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥ ৭১ ॥

ভক্ত সকলের সঙ্গ লেশের সহিত। স্বর্গ মোক্ষ তুল্য নাহি করি কদাচিত॥ ইহাতে নরের তুচ্ছ রাজ্যাদি অতুল। উহার সহিত কিসে হয় সমতুল॥৭২

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গি সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ৭২

অসাধু সঙ্গের ফল করহ শ্রবণ। যাহার শ্রবণে শান্তি লভে নরগণ॥ অসতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-ভক্তিহীন। সেই যদি সদাচারে হয় পরবীণ॥ তথাপি তাহার নাহি শুভগতি হয়। ভাগবত বাক্য ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ ৭৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ভগবদ্ভক্তিহীনা যে মুখ্যাঽসন্ত স্তএব হি।
তেষাংনিষ্ঠ্যা শুভা ক্বাপি ন স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি ॥৭৩

অসাধু সঙ্গেতে সত্য শৌচ মৌন শম। দয়া বুদ্ধি লজ্জা শোভা যশঃ ক্ষমা দম ॥ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ভাই সব যায় নাশ। অতএব নাহি কর অসাধু সম্ভাষ ॥ ৭৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমাঃ।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ং॥৭৪

শিশ্নোদর পরায়ণ অসাধু সহিত। সংসর্গ কখন নাহি কর কদাচিত ॥ তাদের সংসর্গ ভাই অন্ধতম কূপে ॥ নিশ্চয় পতন হয় কহিনু স্বরূপে ॥ অন্ধের অনুগ অন্ধ যেরূপ পড়য়। তদ্রূপ পতন তার জানিহ নিশ্চয় ॥ ৭৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদর তৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগোঽন্ধবৎ ॥ ৭৫ ॥

অসতের সঙ্গ সদা করিয়া বর্জ্জন। সাধু সঙ্গ কর ভাই করি একমন ॥ নিষ্কিঞ্চন সাধুদের চরণ ধূলার। অভিষেক বিনা জ্ঞান ভকতি প্রেমার ॥ উদয় সম্ভব নাহি দেখি কদাচিত। তোমারে কহিনু ইহা করিয়া নিশ্চিত ॥ অন্নাদি বিভাগ তপ বৈদিক করম। বেদাভ্যাস জল অগ্নি সূর্য্যের পূজন ॥

কিছুতেই জ্ঞান ভক্তি প্রেমার উদয়। ওহে ভাই নাহি হয় জানিহ নিশ্চয় ॥ ৭৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

রহূগণৈ তৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্ব-
পণাদ্গৃহাদ্বা। ন ছন্দসা নাপি জলাগ্নি সূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎ পাদরজোভিষেকাৎ ॥ ৭৬ ॥

যতদিন গৃহাসক্ত মানব ভক্তিতে। নিষ্কিঞ্চন সাধুদের চরণ ধুলিতে ॥ নিজাঙ্গের অভিষেক না পারে করিতে। ততদিন তাহাদের মন কোনমতে ॥ কৃষ্ণের পাদারবিন্দ স্পর্শিতে না পারে। নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা কহিনু তোমারে ॥ যখন মানস স্পর্শে কৃষ্ণের চরণ। তখনি সংসার-জ্বালা হয় নিবারণ ॥৭৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থা-
পগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোভি-
ষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ৭৭ ॥

ভক্ত সম্মানের কথা করহ শ্রবণ। যে কথা শ্রবণে হয় আনন্দিত মন ॥ কৃষ্ণকে প্রীতির সহ যৈছে ভক্ত জন। করেন প্রফুল্লমুখে প্রণাম বন্দন ॥ তৈছে শ্রীগোবিন্দ ভক্তে করিয়া দর্শন। যে ভক্ত করেন তাঁরে প্রণাম অর্চ্চন ॥ সেই ভক্তে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া জানহ। ত্রিলোক তারেণ তিনি ভকতির সহ ॥ ৭৮

তথাহি লিঙ্গপুরাণে।

বিষ্ণুভক্ত মথায়াতং যো দৃষ্টা সুমুখঃ প্রিয়ঃ।

প্রণামাদি করোত্যেব বাসুদেব যথাতথা।
সর্ব্বেভক্ত ইতিজ্ঞেয়ঃ স পুনাতি জগত্রয়ং ॥৭৮॥

ভক্তের কর্কশবাক্য করিয়া শ্রবণ। ধৈর্য্যধরি যেবা করে প্রণাম বন্দন ॥ বৈষ্ণব বলিয়া তারে জানিবে নিশ্চয়। লিঙ্গপুরাণেতে ইহা ফুকারিয়া কয় ॥ ৭৯॥

তথাহি লিঙ্গপুরাণে।

রূক্ষাক্ষর গিরঃ শৃণ্বন্ তথা ভাগবতেরিতাঃ।
প্রণাম পূর্ব্বকং ক্ষান্ত্বা যো বদেদ্বৈষ্ণবো হি সঃ॥৭৯

নিজ সাধ্যমত ভক্তগণে যেই জন। খাদ্য দ্রব্য বস্ত্র আদি করেন অর্পণ ॥ নিশ্চয় তাঁহাকে হরিভক্ত বলা যায়। ভক্তপূজা কথা এই কৈনু সমুদায় ॥ ৮০

তথাহি লিঙ্গে।

ভোজনাচ্ছাদনং সর্ব্বং যথাশক্ত্যা করোতি যঃ।
বিষ্ণুভক্তস্য সততং সর্বে ভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥ ৮০

যমরাজ কহিলেন শুন দূতগণ। বৈষ্ণব সেবিকে সদা করিবে বর্জ্জন ॥ যাঁহাদের গৃহে করে বৈষ্ণব ভোজন। যাঁহারা বৈষ্ণব সঙ্গ করে সর্ব্বক্ষণ ॥ সেই সব নিষ্পাপীর উপর আমার। নিশ্চয় জানিহ নাহি কোন অধিকার ॥ ৮১ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্ক্তে যেষাং বৈষ্ণব সঙ্গতিঃ।
তেপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎ সঙ্গহত কিল্বিষাঃ॥৮১

শ্রীহরি বুদ্ধিতে যেবা হরিভক্ত জনে। কায়মনো-বাক্যে নিত্য করেন পূজনে॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি

দেব সমুদায়। তাঁর প্রতি তুষ্ট হন কহিনু তোমায়॥ হরিনামপরায়ণ হরিপূজা রত। বৈষ্ণবদিগের সেবা কার্য্যে অনুরত॥ সংসারের মাঝে ভাই আছয়ে যাঁহারা। পাপী হইলেও হরিধামে যায় তাঁরা॥ কৃষ্ণের নিষ্কাম ভক্তগণে যেই জন। শ্রদ্ধান্বিত হঞা ভাই করান ভোজন॥ সে জন একবিংশতি কুলের সহিত। শ্রীহরিধামেতে যায় জানিহ নিশ্চিত॥ যাঁহার গৃহেতে কৃষ্ণপূজাপরায়ণ। বৈষ্ণব করেন বাস জানি সর্ব্বক্ষণ॥ তাঁর গৃহে শিব ব্রহ্মা আদি দেব যত। আর হরি লক্ষ্মীসহ রহেন সতত॥ ৮২॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

হরিভক্তি রতান্ যস্ত হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্র! ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ॥
হরিপূজারতানাঞ্চ হরিনামরতাত্মনাং।
শুশ্রূষাভিরতা যান্তি পাপিনোপি পরাং গতিং॥
যো বিষ্ণুভক্তান্ নিষ্কামান্ ভোজয়েৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ত্রিসপ্তকুলসংযুক্তঃ স যাতি হরিমন্দিরং॥
দেবপূজাপরো যস্য গৃহে বসতি সর্ব্বদা।
তত্রৈব সর্ব্ব দেবাশ্চ হরিশ্চৈব শ্রিয়ান্বিতঃ॥৮২॥

শালগ্রাম আদি কৃষ্ণমূর্ত্তির অগ্রেতে। নৈবেদ্য অর্পণ ভাই করিলে পরেতে॥ তাহা কৃষ্ণ দৃষ্টিমাত্রে করেন গ্রহণ। তোমার নিকটে ইহা কহিনু কীর্ত্তন॥ ভক্তের বদনে কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ। ব্রহ্মপুরাণেতে ইহা আছয়ে লিখন॥ ৮৩॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ॥ ৮৩ ॥

করিয়া গোবিন্দ পূজা তাঁর ভক্তজনে। মনুষ্য জ্ঞানেতে কভু না করে পূজনে॥ সে জন শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত কখন না হয়। দাম্ভিক সে জন ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ ৮৪ ॥

তথাহি পাদ্মে।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥৮৪

সর্ব্বদেবপূজা হৈতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণার্চ্চন। তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তের পূজন ॥ ৮৫ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥ ৮৫

অতএব কর ভাই বৈষ্ণবপূজন। বৈষ্ণবনিন্দাদি দূরে করিয়া বর্জ্জন॥ কৃষ্ণভক্ত জনে যেবা করে উপ-হাস। ধর্ম্ম অর্থ যশঃ পুত্র তার হয় নাশ ॥ ৮৬ ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

যোহি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থ ধর্ম্ম যশঃ সুতাঃ ॥ ৮৬

যেই সব মূঢ়বুদ্ধি মানবেরগণ। বৈষ্ণবগণের ভাই করয়ে নিন্দন॥ তাহারা জানিহ পিতৃগণের সহিত। রৌরব নরকে হয় নিশ্চয় পতিত ॥ ৮৭ ॥

তথাহি স্কান্দে।

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধংমহারৌরব সংজ্ঞিতে ॥ ৮৭

যাহারা বৈষ্ণবগণে করয়ে প্রহার। তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ করে অনিবার ॥ কভু নাহি করে তাঁহাদের সমাদর। তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় নিরন্তর ॥ তাঁহাদের দেখি নাহি করয়ে আনন্দ। নরকে পড়য়ে ভাই এই সব মন্দ ॥ ৮৮ ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানিষট্ ॥ ৮৮

বৈষ্ণবগণেরে যেই জন দেয় কষ্ট। জন্মার্জ্জিত পুণ্য তার সব হয় নষ্ট ॥ ৮৯ ॥

তত্রৈবামৃত সারোদ্ধারে।

জন্ম প্রভৃতি যৎ কিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতং।
নাশমায়াতি তৎ সর্ব্বং পীড়য়েদ্যদি বৈষ্ণবান্ ॥ ৮৯

যেই সব মহাপাপী দুরাচারগণ। পবিত্রাত্মা সাধুদের করয়ে নিন্দন ॥ সেই সব পাপীজনে যমদূতগণ। তীক্ষ্ণ করপত্র দ্বারা করে বিদারণ ॥ ৯০ ॥

তথাহি স্কান্দে।

করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ।
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ॥৯০

বৈষ্ণবের অপমান করে যেই জন। তার প্রতি তুষ্ট নাহি হন নারায়ণ ॥ ৯১ ॥

তথাহি স্কান্দে।

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তর শতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে॥ ৯১

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত নিন্দা করিয়া শ্রবণ। তথা হৈতে যেবা নাহি করে পলায়ন॥ সে জন সুকৃতচ্যুত হইয়া নরকে। নিশ্চয় পড়য়ে ভাই কহিনু তোমাকে॥ ৯২

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্যুতঃ॥৯২

বৈষ্ণব দেখিয়া প্রীতি আদর সহিত। শয্যা হৈতে নাহি উঠে হঞা সাবহিত॥ সেইজন নরকের অতিথি নিশ্চয়। ব্রাহ্মণের প্রতি ইহা যম-রাজা কয়॥ ৯৩॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র স নরো নরকাতিথিঃ॥ ৯৩॥

প্রচ্ছন্ন শরীরে নিজ ভক্তরূপ ধরি। সদা লোক সকলেরে পালেন শ্রীহরি॥ অতএব প্রাতে উঠি যেই সব জন। নিত্য করে বৈষ্ণবের নামাদি কীর্ত্তন॥ কলিযুগে তাঁহারাই মহাভাগবত। তাঁহারাই কৃষ্ণ তুল্য শাস্ত্র অভিমত॥ ৯৪॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌযুগে॥৯৪

ওহে ভাই কৃষ্ণমন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত। ভজ গুরু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত অবিরত॥ এই তিন বিনা ভবে কিছু নাহি আর। বেদাদি সকলে ইহা কহে বার বার॥ সংসার হইতে মুক্ত হইবার তরে। যাহার বাসনা সদা আছয়ে অন্তরে। সে জন বেদাখ্য শব্দ ব্রহ্ম অনুগত। ব্যাখ্যায় নিপুণ বিপ্র শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ণাত॥ ক্রোধ লোভ আদি হীন শান্ত সদাশয়। গুরুর চরণাশ্রয় একান্তে করয়। গুরুপাদাশ্রয় বিনা সংসার মোচন। কখন কাহার নাহি হয় কদাচন॥ ৯৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যপসমাশ্রয়ং॥ ৯৫॥

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সুব্রাহ্মণ। সকল বর্ণের গুরু বেদের লিখন॥ ইনি সর্ব্বলোক মধ্যে শ্রীহরির ন্যায়। পূজনীয় সদাকাল কহিনু তোমায়॥ অতএব নিজশ্রেয়ঃ লাভের নিমিত্ত। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরু করিবে নিশ্চিত॥ ৯৬॥

তথাহি পাদ্মপুরাণে।

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥৯৬

শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রেতে দীক্ষা লইল যে জন। যে জন শ্রীবিষ্ণু পূজে হঞা একমন॥ সে জনে বৈষ্ণব বলি জানহ নিশ্চয়। তাহা ছাড়া আর যত অবৈষ্ণব হয়॥ ৯৭॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা পরোনরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥৯৭

সহস্রশাখা বেদ পড়ে আরত ব্রাহ্মণ। সর্ব্ববিদ্যা আছে যড় শাস্ত্রেতে নিপুণ॥ অবৈষ্ণব হয় যদি গুরু যোগ্য নয়। পদ্মপুরাণেতে ইহা ফুকারিয়া কয়॥৯৮

তথাহি পদ্মপুরাণে।

মহাকুল প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥ ৯৮

সম্প্রদায়হীন অবৈষ্ণব গুরু ভাই। ছাড়িয়া করহ গুরু বৈষ্ণব গোসাঞি॥ সম্প্রদান ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ গুরুর। উপদিষ্ট মন্ত্রে নর যায় অন্ধপুর॥ অতএব সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব গোসাঞি। গুরু করি রাধাকৃষ্ণ ভজহ সদাই॥ ৯৯॥

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥
স্মৃতৌ-সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলামতা॥৯৯

দীক্ষা লঞা গুরু গোসাঞির শ্রীচরণ। নৈষ্ঠিক হইয়া সদা করিবে সেবন॥ গুরু গোসাঞির পাদ-পদ্ম সেবা বিনু। রাধাকৃষ্ণ নাহি মিলে তোমারে কহিনু॥ যেই কৃষ্ণ সেই গুরু মহিমায় জান। গুরু গোসাঞিরে নাহি কর জীব জ্ঞান॥ জীবের উদ্ধার লাগি নন্দসুত হরি। ভুবনে ভ্রমেণ সদা গুরু রূপ

ধরি ॥ গুরুতে নৈষ্ঠিক রতি সদাই রাখিবে। ভাগবত ধর্ম্ম তাঁর নিকটে শিখিবে ॥ গুরু গোসাঞির কভু বিক্রিয়া দর্শনে। ঘৃণাদি কখন নাহি কর মনে মনে ॥ গুরু গোসাঞির প্রতি যার অবিশ্বাস। জনমে জনমে তার সব হয় নাশ ॥ ১০০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ ১০০ ॥

সম্প্রদায়ী ভাগবত বিপ্র সন্নিধানে। শ্রীবিষ্ণু মন্ত্রেতেদীক্ষা করিয়াগ্রহণে ॥ বৈষ্ণব হইয়া সদা হঞা অনুরক্ত। অকপটে সেব নিত্য গুরু কৃষ্ণভক্ত ॥ কলিতে বৈষ্ণব নাম বড়ই দুর্ল্লভ। বহুভাগ্য যার তার পক্ষেতে সুলভ ॥ ব্রহ্মা রুদ্রপদ হৈতে বৈষ্ণবাখ্যা বড়। এ বাক্যে সন্দেহ ভাই কভু নাহি কর ॥ ১০১

তথাহি সৌপর্ণে।

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্ল্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মা রুদ্র পদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম ॥ ১০১

যতদিন বংশে কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ। সন্তান নাহিক করে জনম গ্রহণ ॥ তত দিন পিতৃলোক পিণ্ডের আশায়। সংসারে ভ্রমেণ সদা দুঃখিত হিয়ায় ॥ যে কুলে বৈষ্ণব নাম সন্তানের হয়। সে কুল পবিত্র হয় জানিহ নিশ্চয় ॥ কৃতার্থা হয়েন ভাই জননী তাহার।

পৃথিবী বসতি ধন্যা হয় জেন সার ॥ পিতৃলোক তার সব স্বর্গে নৃত্য করে। নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা কহিনু তোমারে ॥ ১০২ ॥

তথাহি স্কান্দে পাদ্মে চ।

তাবৎ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ড তৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে ॥
কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বস-
তিশ্চ ধন্যা। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ং ॥ ১০২ ॥

সংসারের মাঝে যেই হরিভক্ত হয়। সেই সে পরম জ্ঞানী কহিনু নিশ্চয় ॥ যোগী সকলের শ্রেষ্ঠ সেই জনে জানি। যজ্ঞের সংগ্রহকারী তাহারে যে মানি ॥ ১০৩ ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

স এব জ্ঞানবাল্লোঁকে যোগিনাং প্রথমো হি সঃ।
মহাক্রেতুনামাহর্ত্তা হরিভক্তিযুতো হি যঃ ॥ ১০৩ ॥

কলিযুগ ধর্ম্ম ভাই করহ শ্রবণ। যাহার শ্রবণে দুঃখ হয় বিমোচন ॥ কলিতে কেবল প্রভু শ্রীহরির নাম। একমাত্র ধর্ম্ম এই জেন অবিশ্রাম ॥ নাম বিনা কলিযুগে আর গতি নাই। নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা কহিলাম ভাই ॥ ১০৪ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ১০৪

কলিতে গোবিন্দ নামে যত পাপ হরে। লোকেতে পাতক তত করিতে না পারে ॥ কর্ম্ম মন বাক্যোদ্ভব পাপ তত নাই। যত পাপ কৃষ্ণ নামে নাশ করে ভাই ॥ অতএব সব ছাড়ি শ্রীগোবিন্দ নাম। মনে প্রাণে ঐক্য করে বল অবিরাম ॥ ১০৫ ॥

তথাহি স্কান্দে।

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্জং মানসমেব বা।
যন্নক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ-কীর্ত্তনং ॥ ১০৫ ॥

যৈছে জল আগি নিভাইতে শক্তি ধরে। যৈছে সূর্য্যদেব অন্ধকার নাশ করে। তৈছে হরিসংকীর্ত্তন কলিপাপ যত। নাশিতে সমর্থহন জানিহ সতত ॥১০৬

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

শমালয়ং জলং বহ্নে স্তমসো ভাস্করোদয়ঃ।
শান্ত্যৈ কলেরঘৌঘস্য নাম সঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ ॥ ১০৬

হরিনাম কীর্ত্তনেতে মানব নিচয়। সর্ব্বপাপে মুক্ত হঞা ভবপার হয় ॥ তখন শ্রীহরি নাম কলির পাতক। অবশ্য জানিহ ভাই হয়েন নাশক ॥ ১০৭ ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রযাতি সংসার পারং
দুরিতৌঘমুক্তঃ। নরঃ স সত্যং কলিদোষ
জন্ম পাপং নিহন্ত্যাশু কিমত্রচিত্রং ॥ ১০৭ ॥

কলিযুগে শ্রীগোবিন্দ নাম সংকীর্ত্তনে। যেমন পবিত্র হয় মানবের গণে ॥ তেমন পবিত্র তপ্ত কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ। পরাকাদি ব্রতে ভাই না হয় কখন ॥১০৮

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

পরাক চান্দ্রায়ণ তপ্তকৃচ্ছ্রৈর্নদেহি শুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্। কলৌ সকৃন্মাধব কীর্ত্তনেন গোবিন্দ নাম্না ভবতীহ যাদৃক্ ॥ ১০৮ ॥

সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে কৃষ্ণনাম যত। আনন্দেতে সংকীর্ত্তন করিবে সতত ॥ কৃষ্ণ হরি বিষ্ণু নাম কীর্ত্তনেতে ভাই। কালাকাল অশৌচাদি বিচার যে নাই ॥ কৃষ্ণের যতেক নাম মানবেরগণে। সতত পবিত্র করে জেন মনে মনে ॥ অতএব শুদ্ধাশুদ্ধ না করি বিচার। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নাম কর অনিবার ॥ ১০৯ ॥

তথাহি স্কান্দে পাদ্মে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
ন শৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ ॥১০৯

সংসারের মধ্যে ভাই শ্রীহরিকীর্ত্তন। উত্তম তপস্যা ইহা কহে মুনিগণ ॥ বিশেষ কলিতে কৃষ্ণ প্রীতির কারণ। সর্ব্বদা করিবে হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥ ১১০ ॥

তথাহি স্কান্দে।

তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনং।
কলিযুগে বিশেষেণ বিষ্ণু প্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥১১০

সত্যেতে বিষ্ণুর ধ্যানে জীব মুক্ত হয়। ত্রেতাযুগে যজ্ঞে মুক্ত জানিহ নিশ্চয় ॥ দ্বাপর যুগেতে মুক্ত কৃষ্ণের সেবনে। কলিতে কেবল হরিনাম সংকীর্ত্তনে ॥ ১১১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ ।।১১১

দান ব্রত তপ তীর্থযাত্রা প্রভৃতির। দেব সাধু রাজসূয় অশ্বমেধাদির ।। পাপ হর যত বল আছয়ে বর্ণন। সেই সব বল হরি করিয়া হরণ ।। নিজ নাম সকলেতে করিলা রক্ষণ। অতএব কলি ধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন ।। ১১২ ।।

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

দান ব্রত তপস্তীর্থ ক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়োদেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানসাধ্যাত্ম বস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাং স্থাপিতা স্বেষু নামসু ।। ১১২

বেদাগম আদি বহুশাস্ত্র অধ্যয়নে। কাশী কাঞ্চী আদি সপ্ত তীর্থ পর্য্যটনে ।। নাহি কোন প্রয়োজন কহিনু তোমায়। যদি নিজ মুক্তি ইচ্ছা করহ হিয়ায় ।। তবে স্পষ্টাক্ষরে ভাই এই নাম গাও। হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ মোরে দেখা দাও ।। ১১৩ ।।

তথাহি লঘু ভাগবতে।

কিন্তাত বেদাগমশাস্ত্র বিস্তরৈস্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনং। যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তিকারণং গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট ।। ১১৩ ।।

সূর্য্যের গ্রহণকালে কোটি গাভী দান। প্রয়াগ তীর্থেতে অল্পকাল অবস্থান ।। যজ্ঞাযুত আর গিরি

তুল্য স্বর্ণদান। গোবিন্দ নামের কভু না হয় সমান ॥ ১১৪ ॥ তথাহি লঘু ভাগবতে।

গো কোটি দানং গ্রহণেখগস্য প্রয়াগে গঙ্গোদক কল্পবাসঃ। যজ্ঞায়ুতং মেরু স্মুবর্ণ দানং গোবিন্দ কীর্ত্তে র্ন সমং শতাংশৈঃ ॥ ১১৪ ॥

বহু শাস্ত্র অভ্যাসেতে নাহি প্রয়োজন। তাহে নানা বিঘ্ন ভাই হতেছে দর্শন ॥ অতএব কহি আমি তব সন্নিধানে। রাধাকৃষ্ণ উপাসনা কর একমনে ॥ জীবের স্বধর্ম্ম রাধাকৃষ্ণ উপাসনা। তাহা ছাড়া যত দেখ মায়ার বঞ্চনা ॥ জাতী বিদ্যা রূপ আর মহত্ত্ব যৌবন। এই পঞ্চ অভিমান করহ বর্জ্জন ॥ ভক্তির কণ্টক এই পঞ্চ অভিমান। নিশ্চয় কহিনু ইহা তব সন্নিধান। ভক্তি বিনু নাহি হয় গোবিন্দ ভজন। ভক্তের নিকটে কর ভক্তি উপার্জ্জন ॥ তৃণ হৈতে আপনাকে নীচ ভাব মনে। তরু হৈতে সহশীল হও সবক্ষণে ॥ অমানী জনেরে নিত্য করিহ সম্মান। এইমত হঞা সদা লও হরি নাম ॥ গোবিন্দ ভজন আর গোবিন্দ কীর্ত্তন। জীবের স্বধর্ম্ম এই শাস্ত্রে নিরূপণ ॥ এই সব তত্ত্বকথা গুরু সন্নিধানে। পাইবে কহিনু ইহা তব বিদ্যমানে। গুরু কৃপা বিনা ভাই অন্য উপায়েতে। কোটি জন্মে নাহি মিলে জানিবে মনেতে ॥ শ্রীগুরু জাহ্নবী পদ করিয়া শরণ। এ রাম কহিল এই পাষণ্ড দলন ॥ ১১৫ ॥

পাষণ্ড-দলন সম্পূর্ণ।

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী সম্পুটিকা।

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

অনঙ্গমঞ্জরী রাম শ্যাম বামেতরে রে।
কিবা অপরূপ সাজে মহাভাব ভরে রে॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় দয়াময়। নাম প্রেম দাতা প্রভু শ্রীশচীতনয়॥ স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, পরম আনন্দ স্কন্ধ, দুইঁাকার চরণে প্রণাম। শ্রী-চৈতন্য শচীসুত, যশোদানন্দন পূত, রোহিণীনন্দন বলরাম॥ দুই প্রভু অবতরি, পারিষদ সঙ্গে করি, সর্ব্ব জীবে কৈল প্রেম দান। শ্রীঅদ্বৈত সীতানাথ, নিজ পরিকর সাথ, প্রভুপদে সুঁপিলা পরাণ॥ চৈতন্যের প্রেমের ভাণ্ডারী। শ্রীঅচ্যুতানন্দ পিতা, প্রেমভক্তি ফলদাতা, তাঁহার চরণে নমস্করি॥ সর্ব্ব অবতার ধন্য, শচীসুত শ্রীচৈতন্য, ভজ তাঁর পদ দৃঢ় করি। শচীগর্ভ প্রেমসিন্ধু, তাহে গোরা পূর্ণ ইন্দু, উদয় হয়েন ভাব ধরি॥ ব্রহ্মা আদি শুক-দেব, নারদাদি মুনি সব, যোগে যাঁরে দেখয়ে ধেয়ানে। হেন প্রভু গৌরহরি, নিত্যানন্দ সঙ্গে করি, আলেন অদ্বৈত আরাধনে॥ বন্দ শ্রীল গদাধর, গৌরাঙ্গের প্রিয়তর, রাধাশক্তি বলি যাঁরে গাই। এক রূপ দুই ভাগ, গৌরাঙ্গেতে অনুরাগ, তিনে এক পীরিতি

সদাই ॥ শ্রীবংশীবদনানন্দ, সকল জীবের বন্দ্য, বন্দ তাঁর যুগল চরণ। তাঁর দুই সুত বন্দ, শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, জাহ্নবা মাতার প্রিয়োত্তম ॥ শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, পতিত জনার বন্ধু, পরম দয়াল অবতার। নয়নে অঞ্জন দিলা, হৃদে জ্ঞান প্রকাশিলা, বন্দ সদা চরণ তাঁহার ॥ বৈষ্ণবের পদধূলি, লইনু মস্তকে তুলি, সবে মোরে করহ করুণা। তোমাদের কৃপা হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে, মনের ঘুচয়ে দুর্ব্বাসনা ॥ শ্রীবসু জাহ্নবা পায়, পুটাঞ্জলি নম্রকায়, পরণাম করি পুনঃ পুনঃ। বসুধা নন্দন ধীর, সর্ব্ব রসকা ধীর, বন্দ সেই অগ্রজ চরণ ॥

শ্রীনিত্যানন্দায় জাহ্নবীপতয়ে নমঃ।

নমঃ কৃষ্ণস্বরূপায় নমাম্যনঙ্গমঞ্জরীং।
বসুধা জাহ্নবীকান্তং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরং।
অনঙ্গমঞ্জরীরূপমবধোতং নমাম্যহং ॥ ১ ॥

ইষ্টদেব নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দ স্কন্ধ, সেই তনু অনঙ্গমঞ্জরী। রাধার অনুজা যেই, বলরাম শক্তি সেই, গুরুরূপে হন অধিকারী ॥ সেবিকা সবারপর, অনঙ্গ অম্বুজে ঘর, কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-প্রদায়িনী। তাঁহার অনুগা হৈলে, রাধাকৃষ্ণ সেবা মিলে, আর আর যত তত্ত্ব জানি ॥

তথাহি ভজনচন্দ্রিকায়াং।

কৃষ্ণস্য রাধিকাশক্তি রামস্যানঙ্গমঞ্জরী।
এতাবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানং হৃদয়ে মম তিষ্ঠতু ॥ ২ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের শক্তি, শাস্ত্রদ্বারে কৈল ভক্তি; রামশক্তি অনঙ্গমঞ্জরী। কায়মনবাক্য ধরি, ভজ তাঁরে দৃঢ় করি, যদি চাহ কিশোর কিশোরী॥ এ সব সাধন ভাই, শ্রীগুরুপ্রসাদে পাই, গুরু পাদ-পদ্মে কর রতি। দেখি শুনি নাহি ভুলি, অন্যপথে নাহি চলি, নিজ মতে চাহিয়ে পিরীতি॥

তথাহি ধরণীশেষ সংবাদে।

গোলোকে দ্বিভুজঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
তৎপ্রকাশস্বরূপোঽয়ং দ্বিতীয়ো দেহরূপকঃ॥৩॥

রাধাকৃষ্ণ বলরাম, এক বস্তু এক ধাম, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য প্রেমময়। ইহাতে না কর আন, মূর্ত্তিভেদে তিন নাম, শাস্ত্রমতে জানিহ নিশ্চয়॥ অতএব কহি সার, শক্তিতত্ত্ব সুবিচার, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ নিরূপণ। সচ্চিৎ আনন্দময়, কৃষ্ণের স্বরূপ হয়, সেই তিন শক্তি প্রকটন॥ সৎপদ বলিয়ে নিত্য, এই সে পরম তত্ত্ব, বলদেব করি এবে জানি। চিদ্‌জ্ঞান যে পূর্ণতত্ত্ব, শুদ্ধরূপে পরিণত, সেই তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বাখানি॥ আনন্দ যাহার নাম, পূর্ণসুখ পূর্ণকাম, অসম্পূর্ণ যেই পদে নাই। আহ্লাদিনী তাঁর নাম, সর্ব্বশক্তি রসধাম, সেই বস্তু রাধা বলি গাই॥ সচ্চিৎ সম্বিৎ যেই, আনন্দ স্বরূপ সেই, তিন তত্ত্ব মিলি এক তত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণ বলরাম, রসময় রসধাম, এক বস্তু রূপ মাত্র ভিন্ন॥ এক্ষণে শুনহ যাঁর, বাহ্য-লীলা অবতার, কৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র প্রকটন। পুমাংশেতে

সৃষ্টি তান্, কৃষ্ণ বিহারের স্থান, নানা ভাতি করেন রচন ॥

তথাহি ভজনচন্দ্রিকায়াং।

শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মারুদ্রাশ্চ সৃষ্টিলীলাদি কারণং।
ইচ্ছয়া বলদেবস্য লীলা নিত্যা ইতি স্মৃতং ॥৪॥

এক বিষ্ণু তিন রূপে, সৃষ্টাদি রচয়ে সুখে, শ্রীরামের ইচ্ছা যত সব। সঙ্কর্ষণ আদি করি, শেষ রূপে অবতরি, দেখাইলা অনন্ত বৈভব ॥ দশমূর্ত্তি ধরি রাম, পূরয়ে কৃষ্ণের কাম, শুনহ তাহার বিবরণ। পাদুকা আসন ছত্র, শর্য্যাসন যজ্ঞসূত্র, মন্দির বাহির বিভূষণ ॥ আর উপাধান রূপ, কৃষ্ণে দেন মহাসুখ, এইমতে কৃষ্ণসেবা করে। অনন্তের লীলা যত, কেবা জানে অভিমত, কৃষ্ণ সঙ্গে সদাই বিহরে ॥

তথাহি ভজনচন্দ্রিকায়াং।

লীলা দ্বিধা স্বরূপাহি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
বাহ্যেতু বহুরূপা সা চান্তরী গূঢ়রূপিণী ॥ ৫ ॥

বাহ্যদেহে যেই খেলা, দাস্য সখ্য বাল্যলীলা, এই সব নিত্য প্রকরণে। যে যে রূপে লীলা কৈলা, তিনভাবে আস্বাদিলা, এবে তার কহি বিবরণে ॥ সৎপদ চিৎপদে মিলে, পুংসরূপে কুতূহলে, তাতে যে যে লীলার প্রচার। কৌমারেতে বাল্য রস, হঞা মা বাপের বশ, বাল্যরস ভুঞ্জেন অপার ॥ বাল্য রসে সদা মত্ত, একভাব এক তত্ত্ব, একাসনে শয়ন ভোজন। এক কার্য্যে দুঁহে চলে. দোঁহে

এক খেলা খেলে, দুঁহে তোষে পিতা-মাতা-মন ॥ ললিত চলন গতি, ললিত বচন অতি, ললিত চাহনি অঙ্গ ভঙ্গী। ললিত যুগল তনু, বাল্যচন্দ্র বাল্যভানু, নব নব শিশুগণ সঙ্গী ॥ দোঁহে এক বলবান, মুর্ত্তিভেদে যেন কাম, ধবল শ্যামল দুই তনু। এক গোষ্ঠ, দুঁহাকার, দুঁহে সেবা করে তাঁর, এক প্রাণ বলভদ্র কানু ॥ এবে শুন কহি আর, পৌগণ্ডের পরচার, সখা সঙ্গে কৈলা যে যে লীলা। দাস্য সখ্য আদি রস, যাতে কৃষ্ণ সদা বশ, সেই রস শাস্ত্রে প্রকাশিলা ॥ সখ্যভাবে দোঁহে সম, দাস্যে দাস্য পরতম, দোঁহে দোঁহা করে গুরুভাব। দোঁহে মাতামাতী রণ, দোঁহে দোঁহা নিষেবণ, এই মত বিহার বিভাব ॥ বলদেবে গুরুভাবে, বিশ্রাম করায় ত্যাগে, অনুরাগে করে কৃষ্ণসেবা। বলদেব মহাশয়, আপনি কৃষ্ণে সেবয়, দোঁহ তত্ত্ব এমত জানিবা ॥ বাৎসল্যেতে স্নেহ করি, রহে কৃষ্ণে মন ধরি, কৃষ্ণ যদি যান অন্য স্থানে। নিমিষেক না দেখিয়া, অনিমিখ আঁখি হৈয়া, কৃষ্ণপথ করে নিরীক্ষণে ॥ বাহ্যদেহে এই খেলা, দাস্য সখ্য বাল্য-লীলা, এই সব নিত্য লীলা জানি। অতি গুহ্য মুখ্য রস, কৃষ্ণ যাহে সদা বশ, আনজ্ঞানে রামেতে বাখানি ॥ মদীশ্বরী শ্রীচরণ, শিরে ধরি সর্ব্বক্ষণ, তাঁর কৃপাগুণে এ স্মরণ। দৃশা বৃন্দাবন দাস, যিহঁ সেই বেদব্যাস, শাস্ত্রে এই করিল বর্ণন ॥ প্রথম লহরী ॥ ১ ॥

শ্রীবৈষ্ণব কৃপাবলে, নিতাই চৈতন্য মিলে, গুরুদেবে হয় শুদ্ধ রতি। এক বস্তু তিন ধাম, বস্তুভেদে তিন নাম, অভেদার্থে করিহ পিরীতি ॥

তথাহি ধরণীশেষ সংবাদে।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী চ শক্তিনাং পরমা মতা।
সদানন্দাংশতো রামঃ পূর্ণরূপ স্বরূপকঃ।
প্রকৃত্যংশেন রামোসৌ গোলোকাত্তাদি কারকঃ।
যত্র বৃন্দাবনে কুঞ্জে ক্রীড়া কৃষ্ণস্য রাধয়া ॥ ৬ ॥

প্রকৃত্যংশে বলরাম, রচয়ে গোলোক ধাম, সহস্রাক্ত আকৃতি তাহার। গোকুল তাহার নাম, বৃন্দাবন সেই ধাম, রাধাকৃষ্ণ যাহাতে বিহার। সদংশে শ্রীবলরাম, জগৎকর্ত্তা জগদ্ধাম, নীলবর্ণ রূপে মিশাইয়া। কৃষ্ণের যতেক লীলা, কৃষ্ণ সঙ্গে আচরিলা, জানি ইহা নিশ্চয় করিয়া ॥ শ্বেতবর্ণ তনু যেই, রোহিণীনন্দন সেই, নীলপট্ট বস্ত্র পরিধান। কৃষ্ণের অগ্রজ নাম, মহাপ্রভু বলরাম, গোষ্ঠক্রীড়ানায়ক প্রধান ॥ শুক্লবর্ণ কলেবর, বনমালা রত্নকর, এক কর্ণে রতন কুণ্ডলে। রত্ন সিংহাসনোপর, ত্রিভঙ্গ বিষাণকর, গোপীসুখ সঙ্গে কুতূহলে ॥

তথাহি ধরণীশেষ সংবাদে।

রাকারে শ্রীমতীরাধা মকারে মধুসূদনঃ।
দ্বয়োর্বিগ্রহ সংযোগাদ্রামনাম ভবেৎ কিল ॥৭॥

দুই নাম উভয় বিগ্রহ। তাহে যে যে রসোৎপত্তি, অত্যন্ত অনঙ্গ তথি, রামনাম ইহাতে জানিহ ॥

সর্ব্বকার্য্যে বলরাম, বলদেব হয় রাগ, বলভদ্র শব্দেতে মঙ্গল। সঙ্কর্ষণ যেই নাম, আকর্ষণ বিদ্যাধাম, বুধ-জন বলয়ে সকল ॥

তথাহি ধরণীশেষ সংবাদে।

অপরং পরমাশ্চর্য্যং শৃণুদেবি বরাননে।
সদানন্দাংশয়োর্যোগাদ্বলরাম বভুবহু ॥ ৮ ॥

সদানন্দ স্বভাবেতে, কৃষ্ণচন্দ্রে সুখ দিতে, ভিন্ন ভিন্ন লীলা কৃষ্ণসঙ্গে। আনন্দাংশে রাধাভাব, যুক্ত হয় বলদেব, পীতবর্ণ তনু ধরে রঙ্গে ॥ রাধার স্বরূপ যেই, অনঙ্গমঞ্জরী সেই, মহাগূঢ় শক্তি বলরাম। কৃষ্ণসুখ হেতু তাঁর, যত যত অবতার, নিত্য তনু নিত্যানন্দ নাম ॥ শিরপাণি বলরাম, অনঙ্গমঞ্জরী নাম, ধরি কৃষ্ণ সুখের কারণে। পৌর্ণমাসী ভগবতী, তাঁহার আদেশ তথি, যোগে যোগে হয় বিহরণে ॥ রাধা রাম রসকূপ, অনঙ্গমঞ্জরী রূপ, শ্রীরাধিকা অনঙ্গমঞ্জরী। শক্তিরূপ তারতম্য, জানিহ রসের মর্ম্ম, কৃষ্ণানন্দে সদাই বিহরি ॥

তথাহি ভজনচন্দ্রিকায়াং।

একস্মিন্নেব কালেতু কুঞ্জে মদনমোহিনী।
প্রবাল মণিমুক্তাভির্ভূষিতাস্য মনোহরেৎ ॥৯॥

একস্মিন কালে ধনী, মদন কৈশোর জিনি, ডগমগি মাধুর্য্যের সীমা। অনঙ্গমঞ্জরী ধনী, শ্রবণে মুকুতা মণি, আভরণ কে কহু মহিমা ॥ ত্রয়োদশ বরষীয়া, কাম শম্ভু জয়ী হিয়া, বসন্ত কেতকী বর্ণা-

ধনী। নীলপট্ট পরিধান, বিদ্যুদ্দর্প শোভমান, মন-মথ মথনকারিণী॥ শ্রীমুখমণ্ডল শশী, তাহে মৃদুমন্দ হাসি, ভ্রুযুগল কামের কামান। কটাক্ষ মদন শরে, ভুবন মোহিত করে, হেন মানি নয়ন সন্ধান॥ ললাটে সিন্দুর বিন্দু, মেঘতলে যেন ইন্দু, তারাগণ অলকা আবলী। পৃষ্ঠেতে দুলিছে বেণী, ফণিমুখে যেন মণি, মল্লিকা কুসুম দাম অলি॥ রত্নচেঁড়ি শ্রুতিমূলে, উচ্চ দুই বিম্ব ফলে, কুন্দ কলি দশনের আভা। নাসা উচ্চ তিলফুলে, তাহাতে মুকুতা দোলে, গণ্ডস্থল কৌমদীর আভা॥ গ্রীবা অতি মনোহর, সুপীন সুন্দর উর, ভুষণে ভূষিত তনু-খানি। কণ্ঠপূর্ণ চন্দ্রহারে, শোভে পয়োধর ভারে, কঞ্চুক উপরে দীনমণি॥ ভুজলতা যুগমাঝে, কঙ্কণ প্রভৃতি সাজে, অঙ্গুলে মুদ্রিকা শোভে ভাল। কেশরী ডম্বুর জিনি, মধ্যদেশ অতি ক্ষীণি, ত্রিবলী তরঙ্গ রোমজাল॥ নাভিপদ্ম জিনি শোভা, গজ কুম্ভ শ্রেণী আভা, কিঙ্কিণী করয়ে ঝলমলি। সূক্ষ্ম চিত্র বস্ত্র তায়, অঙ্গ অতি শোভা পায়, উরুযুগ কনক কদলী॥ পদদ্বয় কঞ্জ জিনি, নখ দ্বিজরাজ মানি, বাজন মঞ্জীর শোভে তায়। গমন মন্থর অতি, যেন রাজহংস গতি, কৃষ্ণরাগে হেলি দুলি যায়॥ তাম্বুল করঙ্ক করে, তাম্বুল রাগ অধরে, খঞ্জনে অঞ্জন মনোহর। বিভুতি বদনে সাজে, কুমকুম তাহার মাঝে, অঙ্গে নানা গন্ধ চারুতর॥ নীল পট্টআভরণ,

তরিতেতে যেন ঘন, ডগমগি চকিত চাহনি। অনঙ্গ কানন মুখে, রাধানুজা চলে সুখে, নিজ যূথ সঙ্গে করি ধনী॥ হেনকালে তথা আসি, নন্দসুত মিলে হাসি, হেরি রূপ রহেন চাহিয়া। অঙ্গের লাবণ্য দেখি,কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥ কৃষ্ণ নব যুবরাজ, মিলিয়া যুবতী মাঝ, রসাবেশে চঞ্চল চাহনি। শ্যামল সুন্দর তনু, মধুর মুরতি যনু, ধনী আগে কহে মৃদুবাণী॥

তথাহি ভজনচন্দ্রিকায়াং।

শ্রূয়তাং দেবি দাসস্য সদৈন্যং বচনং মম।
কৃপয়া হৃদয়ে জাতং দেহি দেহি ফলদ্বয়ং ॥১০॥

কামাবেশে দৈন্য করি, কহে কাম জয়ী হরি, গদ গদ মধুর আখ্যান। তব কঞ্চুলিকাচ্ছন্ন,যুগল দাড়িমী ধন্য, নিষ্কপটে দেহ ধনী দান॥ যদি বল তুমি ধনী, ইহ যোগ্য নহ তুমি, আমি হই রাজার নন্দিনী। দাতা হয় যেই জনে, পাত্রাপাত্র নাহি মানে, বিচার করহ মোর বাণী॥ দান দিতে দুঃখী মন, কভু নহে মহাজন, পর দুঃখ সদা করে নাশ। পুটাঞ্জলি চাটু-বাণী, শুন রাধার বহিনী,শম্বরারি হৈতে বড় ত্রাস॥ হেনকালে আসি তথা, শ্রীরাধা চম্পকলতা, শ্রীললিতা আদি সখীগণ। মন্মথ মথন শ্যাম, অনঙ্গেতে হতজ্ঞান, দেখি সবে হর্ষ দুঃখ মন॥ অনঙ্গ-মঞ্জরী প্রতি, মধুর বচন অতি, কহে রাধা সুচন্দ্র বদনী। ইন্দ্র নীলমণি শ্যামে, এমন করিলা কেনে,

ইহ আছে দোসর পরাণী ॥ যদি মোর বোল ধর, নাগর সন্তোষ কর, শুন প্রাণ অনঙ্গমঞ্জরী। এত কহি আলিঙ্গিয়া, বদনে বদন দিয়া, কহিলা অনেক যত্ন করি। ললিতা সুন্দরী আসি,মুচকি মুচকি হাসি, অনঙ্গমঞ্জরী মুখ চাই। রসিকনাগর শ্যামে,পরিতোষ কর বামে,তবে আমি বড় সুখ পাই ॥ এত বলি মৃদু হাসি, হেরি কানু মুখশশী, নয়ন ইঙ্গিতে কিছু বলে। তবে কৃষ্ণ বুঝি বাত, অনঙ্গমঞ্জরী হাত,ধরিয়া অনঙ্গ কুঞ্জে চলে ॥ রাধা ললিতাদি যত, দাসিকা মঞ্জরী কত,মন্দির বাহিরে রহে রঙ্গে। রাধানুজা কানু সঙ্গে, মগ্ন হৈলা লীলারঙ্গে, রসাবেশে পরম আনন্দে ॥ দোঁহ অঙ্গ পরসনে, দোঁহে ভেল অগেয়ানে, বন যুদ্ধ আনন্দ অপার। কলবাক্য মৃদুহাস,ভ্রূনয়ন সুবি-লাস,মেঘে যেন বিজুরী সঞ্চার ॥ কঙ্কণাদি অলঙ্কার, ধ্বনি করে চমৎকার,কিঙ্কিণী নূপুর ঝুনু ঝুনু। ভুজে ভুজে বন্ধন, দৃঢ় পরিরম্ভন, পুলকাঙ্গ স্বেদবিন্দু তনু ॥

তথাহি ভজনচন্দ্রিকায়াং।

যথা মৃগাঙ্কে চকোরী চাতকী জলদে যথা।
দারিদ্রে রত্নসংযোগো মাধবেঽনঙ্গমঞ্জরী ॥ ১১ ॥

চন্দ্রেতে চকোর যেন,জলদে চাতক তেন, এই মত কার্য্য দোঁহাকার। দরিদ্র মিলিল ধন,যেন নহে নিবারণ, রতি যুদ্ধ কৌতুক অপার ॥ অনঙ্গ মুখার বিন্দ,পাইয়া মাধবানন্দ,পদ্মে ভৃঙ্গ মাতি রহে যেন। কৃষ্ণমুখ সুধাকর, হইল চোকর বর, অনঙ্গমঞ্জরী

নেত্রতেন।। মাধবানঙ্গমঞ্জরী,দোঁহাতে পালঙ্কোপরি, বিশ্রাম করিয়া দুইজনে। ক্ষণেক উঠিয়া বসি, মুখে মৃদু মৃদু হাসি, দুহুঁ মুখ করে নিরীক্ষণে।। অভ্যন্তরে রসাবেশে, অঙ্গের ভূষাদি খসে, যত্নে তাহা করেন ধারণ। সেইকালে নিজ দাসী,করয়ে সম্মুখে আসি, জলসেবা চামর ব্যজন।। ইতি দ্বিতীয় লহরী ।। ২ ।।

তবে দোঁহে স্থির হৈলা, অঙ্গে বেশভূষা কৈলা, পূরবেতে যেমত আছিলা। নিজ দাসী সঙ্গে করি, শ্রীরাধানুজাসুন্দরী, কুঞ্জ হৈতে বাহিরে আইলা।। রসভরে আকুলিত, আসি হৈলা উপনীত, শ্রীরাধা ললিতা আদি যথা। রতিচিহ্ন সর্ব্বগায়, বস্ত্র আরোপিয়া তায়,বৈসে ধনী হঞা মৌনব্রতা।। অনঙ্গমঞ্জরী দেখি, সবে হৈলা মহাসুখী, এস এস করি আদরিলা। সরোজ বয়নী গোরি, রাধিকা বদন হেরি, বাম দিকে আসনে বসিলা।। ললিতা কৌতুকমুখী, অনঙ্গমঞ্জরী দেখি, কহে কিছু সরস বচনে। রসিক নাগর সঙ্গে,কিরূপে বা ছিলা রঙ্গে,কহ ধনী শুনিয়ে শ্রবণে।। ধনী অঙ্গ সুললিত,বিমোরিসো মনোচিত, ঠারে ঠোরে উঠায় কৌতুকী। রাধিকা বলেন ধনী, শুন রস-বিনোদিনী, কেন তুমি হও নতমুখী।। এতেক বলিয়া রাই,অনঙ্গমঞ্জরী চাই, চিবুক পরশি নিজ করে। বলিহারী যাই আমি, নাগরে ভুষিলা তুমি, ইথে বড় সুখ দিলা মোরে।। কিঞ্চিৎ বিলম্ব করি,মহা নটরাজ হরি,শ্যাম অঙ্গ রসেতে ঝামোরে।

চম্পক কলিকা সঙ্গ,রসাবেশে লুব্ধ ভৃঙ্গ, কুঞ্জ হৈতে আইলা বাহিরে॥ কি শোভা তড়িৎ মাঝে, ঘন পুঞ্জ যেন সাজে, কিম্বা হেম-মধ্যে নীলমণি। বেড়ি সখী চারিভিতে, নিরখয়ে এক চিতে, রসময় বপু গুণখনি॥ তবে বৃষভানু সুতা, পুছয়ে রসের কথা, কুঞ্জেঽনঙ্গমঞ্জরী বিলাস। উৎসুকেতে বেড়ি বেড়ি, পুছে সবে যত্ন করি,কহে কৃষ্ণ করি পরিহাস॥ তবে কৃষ্ণ রাই ইন্দু, নিরখি রসের সিন্ধু, উথলিল উমজ্জি আনন্দে। রাধানুজা সঙ্গে শ্যাম, যেরূপে বিলাস রাম,কৈলা তাহা যত সখী বৃন্দে॥ তবে নানা সেবা করি, সুখে সন্তোষিলা হরি,যাহা যাহা চিত্তে অভি-লাষ। রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে, তবে চলিলেন রঙ্গে, যার যথা মনের উল্লাস॥ অনঙ্গ অম্বুজ লীলা, কৃষ্ণ যাতে সুখী হৈলা, রাধার শ্রবণে দুই জনে। ব্যাস বৃন্দাবন উক্তি, পাঁচালি ছন্দেতে ব্যক্তি, রাধানুজা মাধব সঙ্গমে॥ এবে কহি শুন আর, সঙ্গে যত সখী তাঁর, নাম গুণ রূপ বিবরণ। প্রথমেতে বৃন্দাদেবী, নিজ দাসী সঙ্গে সেবী, তৎসখ্য স্তদ্গুণাকার জন॥ কৌশল্যা কামিনী আদি, নাগবল্লীকা কৌমুদী, চিত্রা শারী পিককণ্ঠি ইমা। চতুর্দ্দশ বয়া রামা,রূপে গুণে অনুপমা, প্রতি অঙ্গে লাবণ্যের সীমা॥ শ্রীরূপ-মঞ্জরী নামা, কৃষ্ণপ্রেম রসধামা, আবেদ দশম বর্ষে স্থিতি। পীনোন্নত পয়োধরা, পীতবর্ণ অঙ্গ ভরা, শিখীপিচ্ছ বস্ত্র শোভে ততি॥ তৎসখ্য স্তৎরূপা

ধরি, সেবা করে নিরন্তরি, তদনুগা সবে আজ্ঞা-কারী। রূপবতী রসবতী, রসালিকা রঙ্গারতি, রম্ভা শ্যামা কলাবতী নারী॥ তাম্বুল চামর সেবে, অষ্ট কোণে রহে সবে, এবে কহি শ্রীরতিমঞ্জরী। শ্রী-রাধার প্রিয়োত্তমা, স্নেহে কেহ নহে সমা, রাধা সঙ্গে সতত বিহরী॥ স্থির বিদ্যুৎ সমকান্তি, নীলাম্বর শোভে তথি, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃসীমা। শুদ্ধরতি রস-কলা, শ্রীরমণী রসালিকা, লীলা রতি গুণবতী ইমা॥ নিত্য নব রসোল্লাস, বীণাবাদ্য মৃদুহাস, অষ্টকোণ বামভাগে স্থিতি। কৃষ্ণপ্রেমে সদা মগ্না, সৌন্দর্য্য লাবণ্য সীমা, কৃষ্ণপ্রীতে সেবা করে নিতি॥ অষ্ট কোণ দক্ষে স্থিতি, প্রফুল্ল চম্পক কান্তি, পীনোন্নত পয়োধর আভা। চাষপক্ষাম্বর ধরা, চতুর্দ্দশ বর্ষাবরা, প্রেয়সী বেষ্টিত অতি শোভা॥ রসেশ্বরী বিদ্যাবতী, রঙ্গমালা রসমূর্ত্তি, রসমুখ্যা রসভদ্রা ইমা। শ্রীরস-মঞ্জরী সঙ্গে, রাধাপ্রেম মগ্ন রঙ্গে, নানা আভরণ মনোরমা॥ শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী নাম, বিধু নিন্দি মুখধাম, পীনোন্নত পয়োধর ততি। ত্রয়োদশ বরষিয়া, নিজ দাসী সঙ্গে লৈয়া, সেবা করে কৃষ্ণপ্রেমে অতি॥ মধুকণ্ঠি মন্দহাসী মধুমঞ্জু মধুরাশি, ইন্দ্রা কন্দর্পিকা আদি করি। তৎসখ্য স্তুদ্রূপাকার, সেবা করে নির-ন্তর, যার যেই মত অনুসারী॥ অষ্ট কোণস্থাগ্নে স্থিতি, কৃষ্ণসুখে সদা মতি, লগ্নচিত্রা রাধাপ্রেম লেহা। রূপে গুণে ডগমগী, দোঁহা প্রতি অনুরাগী,

খঞ্জনাক্ষী মনোহর দেহা ॥ অষ্ট কোণ পূর্ব্বভাগে, সদানন্দ অনুরাগে, যন্ত্রাঢ্যা স্মরণ মঙ্গলায়। গীয়তে পঞ্চম প্রেম্না, শ্বেতাম্বুর স্নিগ্ধ বামা, শ্রীগুণমঞ্জরী সর্ব্ব-থায় ॥ গোরোচনা অঙ্গ বর্ণা, সর্ব্বানন্দ রস পূর্ণা, সঙ্গে লঞা প্রিয় সখীগণ। তৎসখ্য স্তব্রূপাকার, রূপ গুণ সারাৎসার, শুন এবে নাম বিবরণ ॥ প্রমোদা প্রেয়সী পূর্ণা, আনন্দ বংশিকা ঘূর্ণা, পদ্মাপদ্মগন্ধা প্রিয়ে-শ্বরী। পারিজাতা সুসম্ভরী, শ্রীরাধিকা সুখোৎকারী, নিত্য সেবে হঞা আজ্ঞাকারী ॥ এই পঞ্চ রামা সঙ্গে, নানা লীলা করে রঙ্গে, প্রধানা শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরী। গোপ সীমন্তিনী মাঝে সর্ব্বশক্তিবরা সাজে, গুরুরূপা স্নিগ্ধানন্দকরী ॥ নিজ যূথ অষ্ট জন, শুন নাম বিবরণ, অনঙ্গমঞ্জরী সঙ্গে থাকি। রসকেলী সুপ্রসঙ্গে আনন্দে সেবয়ে রঙ্গে, রাধাপ্রেমে পরম কৌতুকী ॥ সুবদা রসদা রম্ভা, কেলী কন্দলী আনন্দা, জয়াঙ্গী সুনাসা অষ্ট রামা। রূপে গুণে সর্ব্বারাধ্য, বাজায় অনেক বাদ্য, গীতরসোন্মাদিনীর সীমা ॥ ইতি তৃতীয় লহরী ॥ ৩ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ন্যাসী চূড়ামণি। জয় অবধূত যিঁহ তারিলা অবনী ॥ জয় জয় গদাধর শ্রীবংশী-বদন। জয়াদ্বৈতচন্দ্র গোরা যাহার জীবন ॥ বসুধা-নন্দন বীরচন্দ্র জয় জয়। জয় জয় গৌরাঙ্গের ভকত নিচয় ॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা, শ্রীগোপীনাথ, বল্লভা, ভুবনমোহন মনোহারী। শ্রীরাধার প্রিয়তমা, রূপে

গুণে অনুপমা, করুণাতে জগত উদ্ধারি ॥ বলদেব শক্তিধাম, ধরল জাহ্নবা নাম, পূর্ব্বে ছিলা অনঙ্গ-মঞ্জরী। নিত্যানন্দ অনুরাগ, এক দেহ দুই ভাগ, দেখাইলা জীবে কৃপা করি ॥

তথাহি ভজনচন্দ্রিকায়াং।

অনঙ্গমঞ্জরী যা সা জাহ্নবী পরিকীর্ত্তিতা।
বিদগ্ধা রসিকা ধীরা গৌরাঙ্গী কমলাননা।
সূর্য্যদাস সুতাদেবী সূক্ষ্মবস্ত্র বিধারিণী।
হস্ত পাদাদি সর্ব্বাঙ্গে নানালঙ্কার ভূষিতা ॥১২॥

অনঙ্গমঞ্জরী যেই, ইদানী জাহ্নবা সেই, শরদিন্দু বদনমণ্ডলা। কাঞ্চন চম্পক জিনি, গৌরকান্তিবর্ণা ধনী, সুলাবণ্য পরম উজ্জ্বলা ॥ অম্বুজাক্ষী সুমধুরা, বিদগ্ধা রসিকাধীরা, মৃদুস্মিত মধুর স্মুরতি। নিত্যা-নন্দ গুণোল্লাসী, পূর্ণানন্দামৃত রাশি, চৈতন্যের প্রিয়-তমা অতি ॥ শ্রীনিতাই শ্রীচৈতন্যে, নিজ প্রাণ করি জানে, হেন চিত্ত শ্রীমতী জাহ্নবী। বীরচন্দ্র শিষ্য যাঁর, কে জানে মহিমা তাঁর, গুণবর্ণে হেন আছে কেবা ॥ অবধূত প্রিয়জায়া, সর্ব্ব জীবে করে দয়া, নিত্যানন্দ সংহতি বিহরি। মো অধমে এই কর, পাদপদ্মে নিরন্তর, রহে মন কভু না পাসরি ॥ তোমার মহিমা যত, মুঞি ছার জানি কত, নিজ-গুণে তার দয়াময়ী। করিয়া করুণাদৃষ্টি, পূরাহ মনের ইষ্টি, দুঃখনাশ কর দুঃখজয়ী ॥ সূর্য্যদাস স্মুর-সুতা, সর্ব্বগুণগণ যুতা, পাদপদ্মে নিবেদন করি।

জন্ম হয় যথা তথা, ইথে মোর নহে ব্যথা, স্বপ্নে যেন তোমা না পাসরি ॥ তুয়া পাদপদ্মে মন, রহে যেন অনুক্ষণ, হেন কৃপা করিবে আমায়। উৎকণ্ঠায় কহি পুনঃ, দন্তেতে ধরিয়া তৃণ, এই ভিক্ষা মাগি তুয়া পায় ॥ শুনহ ভানুর কন্যা,রাধার কনিষ্ঠা ধন্যা, অভিমন্যু অনুজা ভাবিনী। যথা রাধা শ্যাম সঙ্গে, বিলাস করহ রঙ্গে, তথা লহ নিজ দাসী জানি ॥ ভানুর ভবন হৈতে, যাহ তুমি জাবটেতে,রাধা সঙ্গে মঞ্জরীরগণে। সেইকালে সঙ্গে থাকি, নয়ন ভরিয়া দেখি, এই কৃপা কর অভাজনে ॥ জটিলা আদর করি, শ্রীরাধানঙ্গমঞ্জরী, আনি গৃহে বসাইবা সুখে। সে সময় দোঁহা অঙ্গে, চামর করিব রঙ্গে, দাঁড়াইয়া দোঁহার সম্মুখে ॥ মুকুতা চরিত্র কথা,ললিতার সঙ্গে তথা, দেখি কৃষ্ণ কৈল পরিহাস। ললিতা তোমায়ে ধরি, লুকাইলা পাছে করি,সে রহস্য পরম উল্লাস ॥ হেন দশা হবে মোর, সেই রসে হব ভোর, সে কৌতুক দেখিব নয়নে। শ্রীকৃষ্ণের হস্তালম্ব,তোমার যথাঙ্ক সঙ্গ, ললিতা করিবে নিবারণে ॥ আর কত শত লীলা, রাধা সঙ্গে আচরিলা, কৃষ্ণসুখ হেতু সুখময়ী। অতি গুহ্যলীলা সার,জানিতে সমর্থ কার, না জানালে জানিয়াছে কোই। গান্ধার্ব্বিকাগণে যুতা, মধ্যে সর্ব্বগুণান্বিতা,রাধানঙ্গমঞ্জরী প্রধান। সর্ব্বসুখে প্রেয়োত্তমা, রূপগুণে অনুপমা, কৃষ্ণানন্দ রসেতে বিধান ॥ মাধবানঙ্গমঞ্জরী, নানারসে লীলা করি,

রাধা সহ অনঙ্গ কাননে। সেই লীলা বর্ণিবার, কি জানিব মুঞি ছার, শেষ আদি না পায় ভাবনে ॥ নিত্য লীলা এইমত,করে কৃষ্ণ অবিরত, কাণাকাণি বিরাম না হয়। রাধা গোপীগণ সঙ্গে,গোবিন্দ বিহরে রঙ্গে, রসিকেতে সদাই দেখয় ॥ অনঙ্গমঞ্জরী পদে হঞা অনুগত। জানহ ভজন রীতি আছে যথা মত ॥ ন্দা আদি বনদেবী, প্রিয়করি ভাব যদি, তবে জানি এইত বিচার। ললিতাদি সখীগণ, সঙ্গলাভে যদি মন, তবে রাধানুজা কর সার ॥ রাগের ভজন যেই, নিশ্চয় জানিহ সেই, নিষ্ঠা কর অনঙ্গমঞ্জরী। জানিবে রসের রীতি, সখীমধ্যে হবে স্থিতি, সুখে পাবে কিশোর কিশোরী ॥ যত মঞ্জরীরগণে,সন্তোষ হইবে মনে, ইথে মনে সন্দেহ যে মানি। কৃষ্ণ যাঁরে স্তুতি করে, করি বড় সমাদরে, রামশক্তি রাধার বহিনী। কীর্ত্তিদা যাঁহার মাতা, শ্রীদাম হয়েন ভ্রাতা, রাধার অনুজা নাম সাজে। বাঞ্ছাকল্পতরুময়ী, সাক্ষাতে জাহ্নবা কয়ী,গোপীনাথ বামেতে বিরাজে ॥ যাঁহার দর্শন হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে, হেন বস্তু শ্রীমতী জাহ্নবা। মো অধমে কর দয়া, দেহ প্রভু পদছায়া, তোমা বিনু আর আছে কেবা ॥ জাহ্নবা-চরণাশ্রয়,করে যেই মহাশয়,তাঁর আমি হইব কিঙ্কর। তবহুঁ পূরব আশ, ব্রজভূমে হবে বাস, এই মোর মনে নিরন্তর ॥

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।